ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

# সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

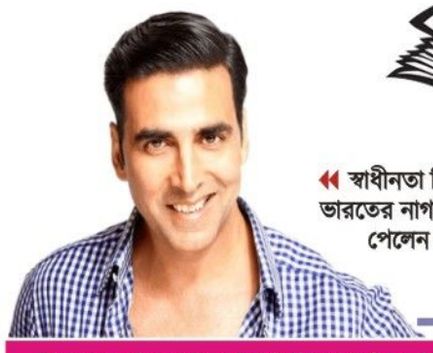

স্বাধীনতা দিবসে ভারতের নাগরিকত্ব পেলেন অক্ষয়

পৃঃ ৫

এক পোস্ট থেকে আয় ১৪ কোটি, কোহলি বললেন 'সত্য নয়'

পৃঃ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ২৩০ ● কলকাতা ● ০৪ ভাদ্র, ১৪৩০ ● সোমবার ● ২১ আগস্ট, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

## উত্তরপ্রদেশে ৮০ আসন জয়ই

# পাখির চোখ, বাজিমাতে 'ত্রি-শূল' বিজেপির

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** উত্তরপ্রদেশে লোকসভা নির্বাচনে টার্গেট ফিক্সড করে ফেলল বিজেপি। ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি চাইছে উত্তরপ্রদেশের ৮০ আসনেই জয় তুলে নিতে। এই ৮০ আসনকে পাখির চোখ করে বহু আকাঙ্খিত জয় তুলে নিতে তিন অস্ত্রে ভরসা রাখল বিজেপি।উত্তরপ্রদেশ বিজেপি মনে করছে, আমাদের কাছে মোদী-যোগীর মতো ক্যারিশ্মাটিক নেতা রয়েছে। ঐক্যবদ্ধ নেতা-কর্মীরা রয়েছেন। ফেল আমাদের আটকায় কার সাধ্যি। যেখানে দুর্বল রয়েছে দল, সেখানে শক্তি বাড়ানোর প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। কোনও ফাঁক রাখতে চাইছে না বিজেপি। বিজেপির পর্যবেক্ষক হিসেবে সুনীল বনসল উত্তরপ্রদেশে বিধানসভা নির্বাচনে চমতকার কাজ করেছিলেন। তাঁকেই এই রাজ্যের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনেও। বনসল হাতের তালুর মতো চেনেন এই রাজ্যকে। তিনি সংগঠনের দেখভাল করবেন। প্রচার পরিকল্পনা তৈরি করবেন। বিজেপিকে জয়ের দিকে এগিয়ে দেবেন।তারা মনে করছে, এমন তিনটি অস্ত্র তাদের হাতে রয়েছে, যার দ্বারা উত্তরপ্রদেশে অল উইন রেকর্ড হাসিল করা সম্ভব। বিজেপি লোকসভায় জয়ের জন্য ভরসা রাখছে মোদীর ক্যারিশ্মা,

এরপর ৩ পাতায়

## কাজ না করলেই সরে যেতে হবে!

# পঞ্চায়েত প্রধানদের দিয়ে 'মুচলেকা' সই করাচ্ছে তৃণমূল

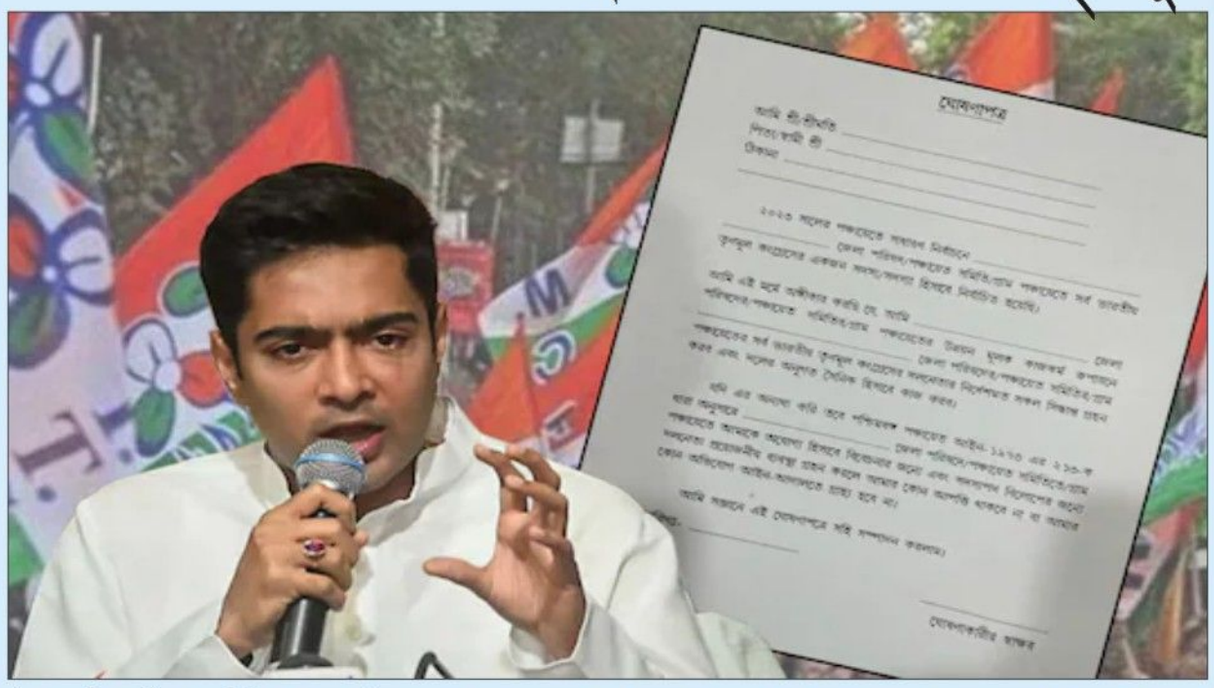

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** উত্তর থেকে দক্ষিণ, পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে নবজোয়ার যাত্রা করে দলের সদস্য ও সাধারণ মানুষের মতামতের উপরে ভিত্তি করে পঞ্চায়েতের প্রার্থী বেছে নিয়েছিল তৃণমূল। কর্মসূচির হোতা তথা দলের সেকেন্ড ইন কম্যান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সময়ে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন, এবার থেকে পঞ্চায়েতের সমস্ত কাজেরই 'রিভিউ' করা হবে।উত্তর ২৪ পরগনার দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক জানান, এটি একটি নতুন কর্মসূচি শুরু হয়েছে। এতে মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করছে দল। উত্তর ২৪ পরগনা জেলা যেহেতু বহরে বড়, সেই কারণে এই জেলা থেকেই কর্মসূচি শুরু করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন নেতা। অন্যদিকে, তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ জানান, তৃণমূল বহু নতুন নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষা করছে। এটিও তার মধ্যে অন্যতম। এর মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিরা মানুষের সুবিধা-অসুবিধার বিষয়ে আরও বেশি যত্নশীল হবেন।অর্থাত, প্রধান থেকে উপপ্রধান, সভাপতি থেকে সহ সভাপতি সকলের যা যা দায়িত্ব, তা তাঁরা ঠিকঠাক পালন করছেন কি না, সে বিষয়ে কড়া নজর রাখবে দল। আর দলের অনুশাসন না মানলেই কড়া ব্যবস্থা। এবার এই ইস্যুতেই আরও একধাপ এগোল তৃণমূল। শাসকদলের অন্দর সূত্রের খবর, পঞ্চায়েত এলাকার মানুষের যা অভাব-অভিযোগ তা মেটাতে হবে জনপ্রতিনিধিদের, এছাড়া, নিজেদেরও বিশেষ ভাবে উদ্যমী হতে হবে, এই সমস্ত কথা জানিয়ে এই মুচলেকায় সই করাচ্ছে তৃণমূল। পঞ্চায়েতের পদাধিকারীদের আইন উল্লেখ করে শাসক দল একটি ফর্ম তৈরি করেছে। সেই ফর্ম পূরণ করতে হচ্ছে

এরপর ৩ পাতায়

## যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থায়ী উপাচার্য

# নিয়োগ করলেন রাজ্যপাল! অধ্যাপক বুদ্ধদেব সাউকে দেওয়া হল দায়িত্ব!

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** যাদবপুরের ছাত্র মৃত্যু ঘটনায় তোলপাড় গোটা রাজ্য! আর এর মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ করলেন রাজ্যপাল! আচার্য সিভি আনন্দ বোস অস্থায়ী উপাচার্য হিসাবে দায়িত্ব দিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়েরই অধ্যাপক বুদ্ধদেব সাউকে। তিনি গণিতের অধ্যাপক। এদিন অধ্যাপক বুদ্ধদেব সাউকে অস্থায়ী উপাচার্য নির্বাচনের পরেই দ্রুত সব দায়িত্ব নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়!পাশ করে যাওয়ার বেশ কয়েক বছর পরেও হস্টেল ছাড়ত না প্রাক্তনীরা! এখানে পড়া অন্য ছাত্রদের মুখেও উঠে আসছে র‍্যাগিংয়ের কথা! যাদবপুরের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ে কীভাবে চলতে পারে এই র‍্যাগিং? কেউ কী কিছুই জানত না! প্রসঙ্গত গত ৩১ মে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন সুরঞ্জন দাস। রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছিলেন তিনি। পরে ওই পদে অস্থায়ী উপাচার্য হিসাবে যাদবপুরেরই ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের

এরপর ৩ পাতায়


পুণ্য কর্মে যোগ দিন

আপনি চাইলেই ভারতের বিখ্যাত কোনও মন্দিরের গায়ে নিজের নাম লেখাতে পারবেন না, কিন্তু বিশ্বমাতা মন্দিরে পারবেন। *

ঠাকুর শ্রীসমীরেশ্বরের আরাধ্যা দেবী বিশ্বমাতা দক্ষিণা কালীর

বিশ্বমাতা মন্দির তৈরী হচ্ছে

সম্পূর্ণ পাথরের তৈরী এই মন্দিরে লোহা, স্টিল ব্যবহৃত হচ্ছে না।

দেখতে হলে ট্রেনে বিশরপাড়া, বাসে মাইকেলনগর নামুন।

*Call 9883690383

ঠাকুর শ্রীশ্রী সমীর ব্রহ্মচারী বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘ

১৯৯ বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘ রোড, তালপুকুর, ১৮ নং ওয়ার্ড, নিউ ব্যারাকপুর, কলকাতা-১৩১।



সারাদিন কবিতা সংকলন

শ্রীমিতা

সম্পাদক: মৃত্যুঞ্জয় সরদার

লেখা পাঠানোর পদ্ধতিঃ-

১. স্রষ্টার লেখা যেকোনো পর্যায়ের হতে পারে।
২. কবিতা সর্বাধিক ২৪ লাইনের মধ্যেই নির্বাচিত হবে।
৩. লেখা পাঠানোর ৩ দিনের মধ্যে মনোনীত হলে যোগাযোগ করা হবে।
৪. লেখা হোয়াটসঅ্যাপ টাইপ অথবা ডকুমেন্ট করে পাঠাতে হবে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানাঃ-

6295314053

লেখা পাঠানোর সময় সীমাঃ-

২রা সেপ্টেম্বর, ২০২৩

আমাদের বৈশিষ্ট্যঃ-

১. Govt. Registered
২. ISBN allocated
৩. Online/Ofline selling

*[বি: দ্রঃ— বই প্রকাশ অনষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্য, অভিনয়, সঙ্গীত ও নৃত্য জগতের দিকপালেরা, এছাড়াও সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে বইটি।]
**[বিঃ দ্রঃ— আমরা সৌজন্য সংখ্যা দিতে অপারগ তাই একটি কপি বই প্রিবুক করার অনুরোধ জানাই।]

## নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে ফের জামিন!

# কে পেল শর্তসাপেক্ষ মুক্তি? তোলপাড় রাজ্য

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** গত বছর থেকে নিয়োগ দুর্নীতি ইস্যুতে তোলপাড় গোটা রাজ্য। পেঁয়াজের খোসা ছাড়ানোর মতো একের পর এক বিস্ফোরক তথ্য রোজ সামনে আনছেন তদন্তকারীরা। শিক্ষক কেলেঙ্কারির অভিযোগে রাজ্যের হেভিওয়েট মন্ত্রী, শাসকদলের বহু দুঁদে নেতা, শিক্ষা দফতরের আধিকারিকদের পাশাপাশি জেলবন্দি আরও অনেকে। একাধিক অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে দিল্লি ও গুরুগ্রামে নাইসার অফিসে হানা দেয় সিবিআই। উদ্ধার করে হার্ড ডিস্ক। সেই হার্ড ডিস্কের তথ্য হাতে আসতেই নম্বর কারচুপির বিষয়টি জলের মতো স্পষ্ট হয়ে যায়। এরপরেই গত মার্চ মাসে তাকে গ্রেফতার করে সিবিআই।

শনিবার নীলাদ্রির আইনজীবী তার মক্কেলের জামিনের আবেদন করেন। আদালতে অভিযুক্তর আইনজীবী বলেন, নীলাদ্রির বিরুদ্ধে তথ্যপ্রমাণ নষ্টের কোনও অভিযোগ নেই। চার্জশিটও গঠন হয়ে গিয়েছে। পরবর্তীতে তদন্তে সব রকম সহযোগিতা করবেন বলেও আদালতে জানানো হয়। এরপরই তাকে শর্তসাপেক্ষে জামিন দেয় আদালত।এরই মধ্যে এবার নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে একের পর এক জামিন। সর্বপ্রথম জামিন পেয়েছিলেন মানিক ভট্টাচার্যের স্ত্রী স্ত্রী শতরূপা ভট্টাচার্য। সেই নিয়ে শোরগোল পড়ে যায় রাজ্যে। সেই রেশ কাটতে না কাটতেই শনিবার শিক্ষক কেলেঙ্কারি কাণ্ডে জামিন পেলেন আরও ৫ জন।

প্রসঙ্গত, গতকালই মুর্শিদাবাদের ধৃত চার শিক্ষককে জামিন দিয়েছে আদালতে। আর এদিনই জামিন পেয়েছেন ওএমআর শিট কারচুপিতে অভিযুক্ত নাইসার ভাইস প্রেসিডেন্ট নীলাদ্রি দাস । জানা গিয়েছে তাকে ৩০০০০ টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে জামিন দিয়েছে আদালত।

## মারকাটারি ভাব, খানিকটা বেপরোয়া!

# অভিযুক্ত সত্যব্রতই কি ছোট 'হস্টেল বাবা'?

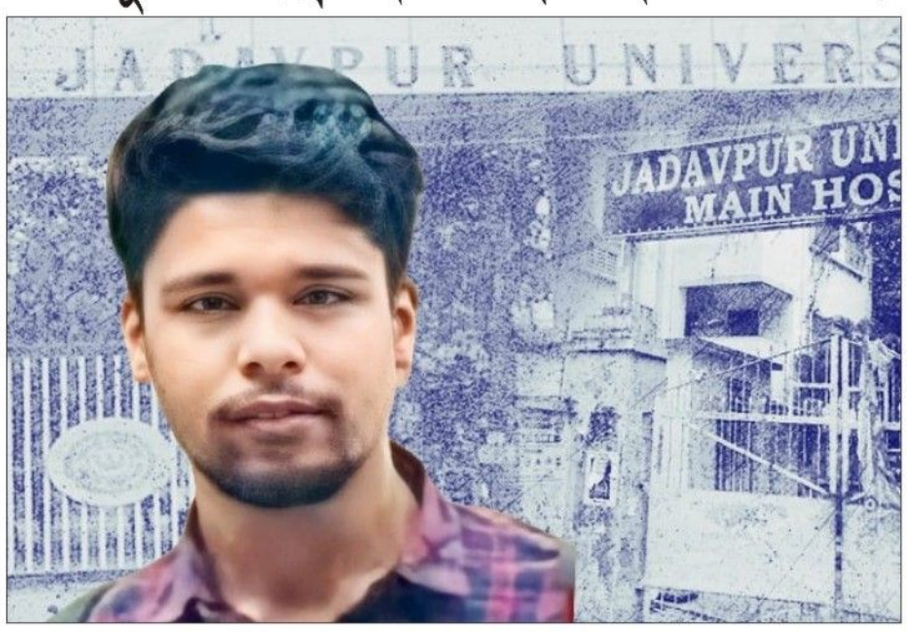


**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** যেন মারকাটারি ভাব! খানিকটা বেপরোয়া! খানিকটা অসহিষ্ণু! ধরা কে সরা জ্ঞান না করা এক যুবক! স্বপ্ন-মৃত্যুর ঘটনায় সত্যব্রত রায়ের গ্রেপ্তারির পর এই প্রশ্নই উঠছে সর্বত্র। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেইন হস্টেলের অলিন্দে কান পাতলেই সত্যব্রত চরিত্র নিয়ে শোনা যাচ্ছে ভয়ঙ্কর অভিযোগ।নদিয়ার হরিণঘাটা পৌরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের সন্তোষপুরের বাসিন্দা সত্যব্রত রায়। যাদবপুরে কম্পিউটার সায়েন্সের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র তিনি। বাবা কানাই রায় সামান্য ঝালমুড়ি বিক্রেতা। হরিণঘাটার মোহনপুর বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের সামনে ঝালমুড়ি, পেয়ারা মাখা ইত্যাদি বিক্রি করেন। মা রুমা রায় বাড়িতে সেলাই মেশিনে জামাকাপড় সেলাইয়ের কাজ করে। দরিদ্র পরিবারের সন্তান সম্পর্কে এমন খবরে হতবাক তাঁর প্রতিবেশীরাও।ঘনিষ্ট সূত্রের দাবি, মেইন হস্টেলের এ-২ ব্লকের আবাসিক ছিলেন অভিযুক্ত সত্যব্রত রায় । দাবি, ওই বিল্ডিংয়ে সৌরভ চৌধুরী-সহ গুটিকয়েক হস্টেল বাবার পরে তিনিই ছিলেন শেষকথা। গ্রাম থেকে যাদবপুরে পড়তে আসা কম্পিউটার সায়েন্সের ওই ছাত্রের কথাতেই চলত গোটা ব্লক!অভিযোগ, নবাগত পড়ুয়াদের নিজের রাজনৈতিক মতাদর্শে দীক্ষিত করতেও সত্যব্রতর ভূমিকা ছিল প্রথম সারিতে। রাঁধুনি থেকে শুরু করে হস্টেল সুপার, সকলকেই নাকি নিয়ন্ত্রণ করতেন অভিযুক্ত সত্যব্রত। যদিও তাঁর নামে এখনও প্রকাশ্যে মুখ মুখ খুলতে নারাজ আবাসিকরা। তাঁদের একটা অংশ বলছেন, 'আপনারা এই হস্টেল শুধু নয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আনাচে-কানাচে জিজ্ঞাসা করুন, সকলেই বলবেন ও কেমন ছিল।'

## বাইক এবং সাইকেলের সাথে সংঘর্ষ,

# আহত মহিলা সহ শিশু, পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ স্থানীয়দের

**পার্থ ঝা, মানিকচক: নিউজ সারাদিন :** প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনার অভিযোগ উঠছে সোনিয়া মোড় এলাকায়।রবিবার বিকাল নাগাদ মোটর বাইকের সাথে সাইকেলের সংঘর্ষের গুরুতর আহত হয় একজন মহিলা সহ শিশু। আর এই ঘটনা ঘটতেই মথুরাপুর সোনিয়া মোড় এলাকায় পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয়রা। অভিযোগ,মানিকচক মালদা রাজ্য সড়কের উপর দিয়ে গতিহীন মোটরবাইকে চালিয়ে যান আরোহীরা।এই এলাকায় রাস্তার ধারেই রয়েছে ঘনবসতি। ফলে প্রায় দুর্ঘটনা ঘটতে থাকে এলাকায়। নিয়ন্ত্রণ রোধে লাগাম না টানলে আগামী দিনে ঘটবে আরো বড় দুর্ঘটনা।এই বিষয়ে স্থানীয় অসীম মন্ডল জানান,নুরপুরের দিক থেকে দ্রুত গতিতে বাইক নিয়ে আসছিলেন দুজন।রাস্তার ধারে একজন মহিলা একটি শিশুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় সজরে ধাক্কা মারে বাইক আরোহী।স্থানীয়রা তড়িঘড়ি সকলকে উদ্ধার করে স্থানীয় মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠান। প্রতিনিয়ত এরকম দুর্ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।এই অভিযোগ কে সামনে রেখে স্থানীয়রা রীতিমতো আজ প্রায় ঘন্টাখানেক পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। পরবর্তীতে মানিকচক থানার পুলিশ এসে বিক্ষোভকারীদের সাথে কথা বলে এবং পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণে এনে যান চলাচল স্বাভাবিক করে।

## প্রায় এক মাস পিছিয়ে যাচ্ছে

# স্থায়ী সমিতি গঠন ও কর্মদক্ষ নির্বাচন প্রক্রিয়া

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** মুর্শিদাবাদে জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও সহ-সভাপতি নির্বাচন হয়ে গিয়েছে। কিন্তু প্রায় এক মাস পিছিয়ে যাচ্ছ স্থায়ী সমিতি গঠন ও কর্মদক্ষ নির্বাচন প্রক্রিয়া। আগামী ২৩ অগস্ট জেলা পরিষদের সমিতি গঠন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার কথা থাকলেও বিধানসভা অধিবেশনের কারণেই তা পিছিয়ে ১৯ সেপ্টেম্বর করা হচ্ছে বলে জেলা পরিষদ সূত্রে জানা গেছে।৭৮ আসন বিশিষ্ট মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদে এ বছর একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বোর্ড দখল করেছে তৃণমূল। গত ১৪ অগস্ট সভাধিপতি নির্বাচন এবং সহকারী সভাধিপতি নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। সভাধিপতি পদে তৃণমূলের রুবিয়া সুলতানা এবং সহকারী সভাধিপতি পদে আতিবুর রহমান নির্বাচিত হয়েছেন। আগামী ২৩ অগস্ট মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের স্থায়ী সমিতি গঠন এবং ৩০ অগস্ট কর্মাধ্যক্ষ মনোনয়ন হওয়ার কথা ছিল। জেলা পরিষদের ন'টি স্থায়ী সমিতির প্রত্যেকটিতে জেলা পরিষদের পাঁচ জন করে সদস্য ছাড়াও জেলার বিধায়ক, সাংসদ এবং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিরা সদস্য হিসাবে থাকেন।স্থায়ী সমিতি ও কর্মাধ্যক্ষ নির্বাচন প্রক্রিয়া বিলম্বিত হওয়ার কারনে পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা করছেন বিরোধীরা। সভাধিপতি ও সহ-সভাপতি নাগরিক পরিষেবা সচল ও স্বাভাবিক রাখবে বলে পাল্টা দাবি তৃণমূলের।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী ২২ অগস্ট থেকে শুরু হচ্ছে রাজ্য বিধানসভার অধিবেশন। তার ফলে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না পদাধিকারবলে স্থায়ী সমিতির সদস্য জেলার বিধায়কেরা। সেই কারণেই স্থায়ী সমিতি গঠন এবং কর্মাধ্যক্ষ নির্বাচন প্রক্রিয়া প্রায় এক মাস পিছিয়ে দেওয়া হচেছ। বিধায়কদের অনুপস্থিতির কারণ দেখিয়ে স্থায়ী সমিতি ও কর্মদক্ষ গঠন প্রক্রিয়া পিছিয়ে দেওয়ায় নাগরিক পরিষেবা ব্যাহত হতে পারে আশঙ্কা বিরোধী দলগুলির। কংগ্রেসের মনোজ চক্রবর্তীর দাবি, "তৃণমূল দলের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব সামলাতে কিছু দিন পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। নাগরিক পরিষেবায় ব্যাপক প্রভাব পড়বে।" এ প্রসঙ্গে, মুর্শিদাবাদ জেলা তৃণমূলের চেয়ারম্যান অপূর্ব সরকার বলেন, "বিধায়কদের অনুপস্থিতিতে স্থায়ী সমিতি গঠন প্রক্রিয়ায় কিছু আইনি সমস্যা আছে। সাময়িক ভাবে কিছু দিন পিছিয়ে গেলেও পরিষেবার সচল থাকার ব্যাপারে বর্তমান সভাধিপতি ও সহ-সভাপতি দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবে।"

## পঞ্চায়েত বোর্ড গঠনের পর

# সন্ত্রাসের অভিযোগ বাম কংগ্রেসের বিরুদ্ধে

**সানু ইসলাম; ১৯ আগষ্ট: নিউজ সারাদিন :** শনিবার দিন ছিল মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নং ব্লকের মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন ছিল। কড়া পুলিশি নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে বোর্ড গঠন করে বাম, কংগ্রেসের ও নির্দলের জোট।বোর্ড গঠনের পরে উচ্ছ্বাসে মেতে উঠে বাম কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকেরা। শুরু করে বিজয় মিছিল। মিছিল বার করে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে বিজেপি, কংগ্রেস-সিপিআইএম জোট কর্মীরা এমনই অভিযোগ শাসক শিবিরের।কংগ্রেস-সিপিআইএম জোট কর্মীদের বেধড়ক মারধরে আহত দুই জনকে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরবর্তীতে গাংনদীয়া গ্রামের আহত তৃণমুল কর্মী সামিউল হক কে চাঁচল সুপার স্পিসিলিটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।অন্যদিকে রামপুরের একটি বাড়িতে ইট পাথর ছুঁড়ে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠলো বাম কংগ্রেসের জোটের বিরুদ্ধে।

হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নং ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য স্বপন আলী বলেন, পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনের পর কংগ্রেস, সিপিআইএম ও বিজেপির লোকজন গ্রামে এসে লাঠি,হাসুয়া দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদেরকে বেধড়ক ভাবে মারধর করে।আমার এই ঘটনার সঠিক বিচার চাই।

সিপিআইএম নেতা প্রণব দাস জানান, তৃণমুল কংগ্রেসের অভিযোগ ভিত্তিহীন,জোটের কোন ব্যাক্তি এই ঘটনার সাথে জড়িত নেই। প্রসাশনের মদতে মিথ্যা মামলায় জড়াতে চাইছে তৃণমূল।

## গার্লফ্রেন্ড নেই বলতেই

# যৌন পরিচয় নিয়ে টিটকিরি, বিবস্ত্র হতে বাধ্য

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** যাদবপুরের মৃত প্রথম বর্ষের পড়ুয়ার উপর চরম মানসিক অত্যাচার! পুলিস সূত্রে খবর, ধৃতদের জেরায় মিলল চাঞ্চল্যকর তথ্য। জানা গিয়েছে, ঘটনার রাতে কুরুচিকর অশালীন শব্দ লিখে দেওয়া হয়। জানলার সামনে দাঁড়িয়ে ছাত্রকে বলতে বলা হয়। প্রথমে বলতে অস্বীকার করে ওই ছাত্র। তারপর আস্তে আস্তে বলে।ইতিমধ্যেই ছাত্রমৃত্যুর ঘটনায় প্রাক্তনী ও বর্তমান মিলিয়ে মোট গ্রেফতার ১৩। যাদবপুরের ছাত্রমৃত্যু ঘটনায় তোলপাড় সব মহল। কড়া পদক্ষেপ করেছে শিশু সুরক্ষা কমিশন। সুপ্রিম কোর্ট এবং ইউজিসি-র নিয়ম মেনে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে জানিয়েছে শিশু সুরক্ষা কমিশন। প্রথম বর্ষের পড়ুয়া মৃত্যুর ঘটনায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে শোকজ করেছিল শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশন। সেই শোকজের উত্তরও দিয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। কিন্তু সেই জবাবে অখুশি শিশু সুরক্ষা কমিশন। ফের উত্তর দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে। ওদিকে এই ঘটনায় রিপোর্ট তলব করে ইউজিসি-ও। প্রথম দফার রিপোর্ট সন্তোষজনক নয় বলে মত ইউজিসি-র। ইউজিসি-র তরফে ফের চিঠি পাঠানো হয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে।তবে তা পছন্দ হয়নি সিনিয়র দাদাদের। এরপর জানলার সামনে দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে গালিগালাজ করতে বলা হয়। এদিকে জানলার উলটো দিকেই রয়েছে আবাসন। এই পরিস্থিতির সঙ্গে অভ্যস্ত ছিলেন না ওই পড়ুয়া। কেঁদে ফেলেন নদিয়া থেকে পড়তে আসা ওই পড়ুয়া।

এরপর ডিনকে ফোন করার পর শুরু হয় দ্বিতীয় পর্যায়ের মানসিক চাপ। তখন ছাত্রকে দিয়ে জোর করে চিঠি

এরপর ৩ পাতায়

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে। সব রাজ্যে, সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

১-ম পাতার পর

# কাজ না করলেই সরে যেতে হবে! পঞ্চায়েত প্রধানদের দিয়ে 'মুচলেকা' সই করাচ্ছে তৃণমূল

পঞ্চায়েত এবং জেলা পরিষদের জনপ্রতিনিধিদের। সেই ফর্মে বলা হয়েছে, পরিষেবা দিতে ব্যর্থ হলেই সরিয়ে দেওয়া হবে সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধিকে। তাই আগেভাগেই তাঁদের সতর্ক করছে শাসকদল। যে সমস্ত জায়গায় তৃণমূল বোর্ড গঠন করেনি, সেখানকার বিরোধী নেতা হিসাবে যিনি রয়েছেন, তাঁকে সই করতে হচ্ছে এই ফর্ম। আপাতত, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা থেকেই এই কর্মসূচি শুরু হবে।

১-ম পাতার পর

# যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ করলেন রাজ্যপাল! অধ্যাপক বুদ্ধদেব সাউকে দেওয়া হল দায়িত্ব!

অধ্যাপক অমিতাভ দত্তকে নিয়োগ করেছিলেন রাজ্যপাল বোস। কিন্তু গত ৪ অগাস্ট তিনিও ইস্তফা দেন। এর পর আর নতুন করে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে স্থায়ী বা অস্থায়ী ভাবে কাউকে নিয়োগ করেননি রাজ্যপাল। ফলত উপাচার্যহীন হয়েই ছিল যাদবপুর। আর তার মধ্যেই ঘটে যায় ছাত্র মৃত্যুর ঘটনা। তবে নতুন অস্থায়ী উপাচার্যের উপর ভরসা রাখছেন রাজ্যপাল! উত্তপ্ত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়! এর মধ্যেই বড় সিদ্ধান্ত নিতে হল রাজ্যপালকে। বেশ কয়েকদিন ধরেই অস্থায়ী উপাচার্য নিয়ে নানা কথা চলছিল। আজ সেই সিদ্ধান্ত জানালেন রাজ্যপাল!

এ বিষয়ে বুদ্ধদেব সাউকে প্রশ্ন করা হলে তিনি তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে জানান, "আমার প্রায়োরিটি হচ্ছে অ্যাকাডেমিক পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণে রাখা! সম্প্রতি যে ঘটনা ঘটেছে, তাতে আমার যতদূর মনে হয় এটা র‍্যাগিংয়ের ঘটনা। তাই আগে এই বিষয়ে নজর দিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যান্টি র‍্যাগিং স্কোয়াড কতটা কাজ করছে তা দেখতে হবে! এখনই বলা যাবে না এ বিষয়ে! তবে আজ যদি এই ঘটনা না ঘটত- তাহলে আমার প্রথম কাজ হত অ্যাকাডেমিক পরিবেশকে প্রায়োরিটি দেওয়া!" গত কয়েকদিনে অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছে যাদবপুর। বগুলার ছাত্রের হস্টেল থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যুর পর নানা খবর সামনে আসছে। উঠে এসেছে র‍্যাগিংয়ের মতো জঘন্য অত্যাচারের অভিযোগও! একের পর এক প্রাক্তনী এই যাদবপুর কাণ্ডে গ্রেফতার হয়েছে। উদ্ধার হয়েছে সেই ট্যাক্সিও, যাতে করে মৃত ছাত্রকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। পুলিশ নতুন তথ্যের খোঁজে রয়েছে। কীভাবে, কী করে মৃত্যু হয় ওই প্রথমবর্ষের ছাত্রের তা নিয়ে চলছে তদন্ত! আর এই তদন্তের জেরেই সামনে আসছে নানা ভয়াবহ ঘটনা!

১-ম পাতার পর

# উত্তরপ্রদেশে ৮০ আসন জয়ই পাখির চোখ, বাজিমাতে 'ত্রি-শূল' বিজেপির

যোগীর জাদু আর জনকল্যাণমূলক পরিষেবার চমকের উপর।বিজেপি কর্মীরা আত্মবিশ্বাসী যে হিন্দু নেতা হিসেবে যোগী আদিত্যনাথের মর্যাদা ক্রমশ বাড়ছে। একজন প্রশাসক হিসেবে তিনি তাঁর ভাবমূর্তি প্রতিনিয়ত উজ্জ্বল করে তুলেছেন। তাঁর ক্যারিশ্মাও মোদীর মতো উজ্জ্বলতর। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির জন্য একটি বড়ো জয় মোদী-যোগীর ক্যারিশ্মাতেই সম্ভব।

উত্তরপ্রদেশে ২০২৪ সালের লোকভা নির্বাচনের জন্য বিজেপি যেমন মোদীর ক্যারিশ্মা, যোগীর যাদু ও সরকারি প্রকল্পের সুবিধার উপর ভরসা রাখছে, তেমনই তাদের আরও একটি ভরসার জায়গা হল রামমন্দির। আর বিজেপি ফোকাস করছে বুলডোজার রাজনীতি ও ওবিসি উন্নয়নের উপর।

বিজেপি এই সমস্ত ইস্যুগুলিকে সামনে রেখে সোশ্যাল মিডিয়া প্রচারকে তুঙ্গে তোলার পরিকল্পনা করছে। নরেন্দ্র মোদীর ক্যারিশ্মা ও যোগী আদিত্যনাথের জনপ্রিয়তা বিজেপির মূল ভিত্তি। তার উপর ভরসা করেই বিজেপি উত্তরপ্রদেশে ৮০টি আসনে জয়ের ব্যাপারে অগ্রসর হচ্ছে।বিজেপির বিশ্বাস, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনেও গত বিধানসভা নির্বাচনের মতো যোগী ফ্যাক্টর কাজ করবে। সাম্প্রতিক পুরসভা নির্বাচনেও সে ফ্যাক্টর কাজ করছে। এবার ২০২৪-এ সুস্পষ্ট জয় হাসিল সম্ভব হবে। বিজেপি এক একটাউ কৌশ নিয়েছে, তা হল নির্বাচনের জন্য কর্মীদের একত্রিত করা।

# সুন্দরবনের মৎস চাষীদের পাশে কেন্দ্রীয় অন্তস্থলীয় মৎস্য গবেষণা সংস্থা "সিফরি"

**নুরসেলিম লস্কর, বাসন্তী : নিউজ সারাদিন :** দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের অধিকাংশ ব্লকে বসবাসকারী মানুষের অর্থ উপার্জনের অন্যতম মাধ্যম হলো মৎস্যচাষ। কিন্তু প্রত্যেকে বছর আমফান, বুলবুল,ইয়াসের মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে সুন্দরবনের সাধারণ মানুষের জীবন জীবিকা সব সময় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আর এই বিপর্যয়ের কথা মাথায় রেখে এবং সেই সঙ্গে সুন্দরবনের পিছিয়ে পড়া দুঃস্থ তপশিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের মহিলাদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে তুলতে রবিবার বাসন্তী ব্লকের কুলতলীতে কুলতলী মিলন তীর্থ সোসাইটির ব্যবস্থাপনায় এবং কেন্দ্রীয় অন্তস্তলীয় মৎস্য গবেষণা সংস্থা "সিফরি"র সহায়তায় প্রায় একশো দরিদ্র তপশিলি জাতি ও উপজাতি মহিলা মৎস্য চাষীদের হাতে প্রত্যেককে ৬ কেজি করে চারা মাছ ও ২ বস্তা করে মাছের খাবারও তুলে দেওয়া হয়।

আর এদিন সুন্দরবনের মহিলা মৎসচাষীদের উৎসাহ দিতে এদিনের এই মৎস অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে ' সিফরি 'অধিকর্তা ডঃ বসন্ত কুমার দাস বলেন, "সুন্দরবন এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীবহুল তফশিলি জাতী ও উপজাতি মহিলাদের স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে এই প্রকল্প কেন্দ্রীয় অন্তস্থলীয় মৎস্য গবেষণা সংস্থার পক্ষ থেকে শুরু করা হয়েছে। আজ পর্যন্ত প্রায় তিন হাজার মহিলা মৎস্যজীবীকে মাছ ও মাছের খাদ্য দেওয়া হয়েছে। আগামী দিনেও আমরা চেষ্টা করব আরো কিছু পরিবারকে এই প্রকল্পের আওতায় আনতে এবং এই মাছ চাষের মধ্যে দিয়ে সুন্দরবনের পিছিয়ে পড়া পরিবারগুলিকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে তুলতে"।

আর দীর্ঘদিন ধরে সুন্দরবনের সাধারণ মানুষের উন্নয়নের কান্ডারী হয়ে ওঠা কুলতলী মিলনতীর্থ সোসাইটির কর্ণধার বিশিষ্ট সমাজকর্মী তথা সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের প্রাক্তন সদস্য লোকমান মোল্লা বলেন,"দেশের কৃষি প্রধান এলাকাগুলির মধ্যে সুন্দরবন অন্যতম। প্রতিবছর ঘূর্ণিঝড় অতিবর্ষণ ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় কৃষি জমির উপর নির্ভরশীল কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সুন্দরবনে বসবাসকারী তফশিলি জাতী ও উপজাতি সম্প্রদায়ের প্রায় ৭০ শতাংশ বাসিন্দাদের কাছে ছোট ছোট পুকুর আছে। সেই পুকুরে মহিলারা মাছ চাষ করলে যা আগামী দিনে সুন্দরবনের অর্থনীতিতে নতুন দিশা দেখতে পাবে । সেই সঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে পরিবারের 'মা' সচেতন হলে পরিবার স্বনির্ভর হবে। মিলনতীর্থ সোসাইটি সেই কাজ করার চেষ্টা করছে "।

আর এদিনের এই অনুষ্ঠানে সেফরি অধিকর্তা ডক্টর বসন্ত কুমার দাস ও সমাজকর্মী লোকমান মোল্লা সহ উপস্থিত ছিলেন মৎস্য বিজ্ঞানী লিওন, মৎস বিজ্ঞানী শ্রেয়া ভট্টাচার্যের সঙ্গে মহিলা মৎস্যচাষী জোৎস্না রায় মাঝি, অশোকা দাস, রিতা মিদ্দে রা। আর এদিন মাছ পাওয়ার পর মৎসচাষী অশোকা দাস বলেন, আমি এই প্রথম এই ধরনের সাহায্য পেয়েছি। আর এই সাহায্যের জন্য আমি সিফরি ও কুলতলী মিলন তীর্থ সোসাইটি কে ধন্যবাদ জানাই। আর আমরা আজ থেকে চেষ্টা করবো পুকুরে এই মাছ চাষ করে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে এবং আমাদের পরিবারের পাশে দাঁড়াতে"।

# পাকিস্তানে 'মহাবিদ্রোহ' প্রেসিডেন্টের, সই করেননি পাশ হওয়া বিতর্কিত দুই বিলে

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** নির্বাচনমুখী পাকিস্তানে বড়সড় 'বিদ্রোহ' ঘোষণা প্রেসিডেন্ট আরিফ আলভির। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের প্রাক্তন সক্রিয় সদস্য আলভির এই বিদ্রোহ সরাসরি পাক সেনাবাহিনীকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে। কারণ পাক পার্লামেন্টে পাশ হওয়া দুটি কেন্দ্রীয় বিলে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করেন প্রেসিডেন্ট আলভি।বিলে সই না করে পাক প্রেসিডেন্ট বলেছেন, তিনি এই আইনের সঙ্গে সহমত নন। আল্লা আমায় দেখছেন। এই দুই আইনের বিষয়ে আমি সহমত নই বলে সই করছি না। আমার কর্মীদের আমি বলেছি, সই ছাড়াই বিল দুটি ফেরত পাঠাতে। আমি বহুবার তাঁদের কাছে জানতে চেয়েছি বিল দুটি কি ফেরত দেওয়া হয়েছে? তাঁরা জানিয়েছিলেন হয়েছে। আজ আমি জানতে পেরেছি আমার কর্মীরাই আমার আদেশ মান্য করেননি। আল্লা সাক্ষী তিনি নিশ্চই আমাকে ক্ষমা করবেন। এই আইনে যাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন তাঁদের কাছেও আমি ক্ষমাপ্রার্থী।কিন্তু, তাঁর দফতরের কর্মীরা প্রতারণা করেছে। ঘূণাক্ষরেও তা টের পাননি তিনি।বিল দুটির একটি হল, অফিসিয়াল সিক্রেটস (সংশোধনী) বিল, ২০২৩ এবং পাকিস্তান সেনা (সংশোধনী) বিল, ২০২৩। পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসে পাশ হওয়া বিলে প্রেসিডেন্টের সই করতে অস্বীকার করার ঘটনা বিরল।

পাকিস্তান ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে পাশ হওয়ার পর সেনেটেও বেরিয়ে গিয়েছে সরকারপক্ষ। অফিসিয়াল সিক্রেকটস বিলে রয়েছে, দেশের বিরুদ্ধে ক্ষতিকর এমন কিছুকে সরকার মনে করলে তা অপরাধ বলে গণ্য হবে। শত্রুর পক্ষে সুবিধা হবে, এমন কিছু করলে আইনের চোখে তার বিচার হবে, সেটা একমাসের মধ্যে হবে।অন্যদিকে, সেনা আইনে রয়েছে, সেনাদের অবসর সংক্রান্ত বিষয়। এই আইন অনুসারে কোনও সেনা অবসর নিলে, ইস্তফা দিলে বা বরখাস্ত হলে দুবছরের মধ্যে রাজনীতিতে যোগ দিতে পারবেন না। সেনা অফিসারদের ক্ষেত্রে এটা পাঁচ বছর করা হয়েছে। এই আইন ভঙ্গকারীদের দুবছর পর্যন্ত জেলের দণ্ড নির্ধারণ করা হয়েছে। কোনও কর্মরত অথবা অবসরপ্রাপ্ত সেনা যদি বাহিনীর সমালোচনা করেন, তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে ইলেকট্রনিক ক্রাইমস অ্যাক্টে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

# এবার যাদবপুরকাণ্ডে মুখ খুললেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** 'রাজ্যকে অবশ্যই মানতে হবে হাইকোর্টের নির্দেশ। কোনও ছাত্রের র‍্যাগিং করার অধিকার নেই।' যাদবপুর ইস্যুতে এদিন এ ভাষাতেই রাজ্য সরকারের ভতর্সনা করলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। প্রসঙ্গত, যাদবপুরে ছাত্র মৃত্যুর খবর সামনে আসার পরেই পথে নেমেছে বিজেপি। প্রসঙ্গত, যাদবপুরের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ১৩ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। আরও বেশ কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। অন্যদিকে এই সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে যাদবপুর নতুন অস্থায়ী উপাচার্যও পেয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর এ মন্তব্য তাতপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। অন্যদিকে কয়েকদিন আগেই আবার যাদবপুরে এসেছিলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁকে কালো পতাকা দেখাতে দেখা যায় বেশ কিছু নকশালপন্থী সংগঠনকে। তারপরই যাদবপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন বঙ্গ বিজেপির শীর্ষস্তরের এই নেতা। এরপরই যাদবপুরে সমস্ত নকশালপন্থী ও বামপন্থী মৌলবাদী দলকে নিষিদ্ধ করার দাবি তোলে বিজেপি। পথে নামে পদ্ম শিবির। নকশালপন্থীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্যও শিক্ষমন্ত্রীর কাছে দরবার করেন বিজেপি নেতা শঙ্কুদেব পণ্ডা।দোষীদের কড়া শাস্তির দাবিও তোলা হয়েছে। ঘটনায় উচ্চ পর্যায়ের তদন্তের দাবি জানিয়ে আগেই শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে চিঠি লিখেছিলেন বিজেপি নেতা শঙ্কুদেব পণ্ডা। তাঁর সাফ দাবি ছিল প্রয়োজনে সিবিআই তদন্ত হোক। এবার ধর্মেন্দ্র প্রধান মুখ খোলায় তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলের পাশাপাশি শিক্ষামহলেও শুরু হয়েছে জোর চর্চা।

প্রসঙ্গত, বাংলা বিভাগের প্রথমবর্ষের পড়ুয়ার মৃত্যুর পর বারবাবর খবরে উঠে এসেছে ক্যাম্পাসের অন্দরের র‍্যাগিং চর্চা। প্রশ্নের মুখে বিশ্ববিদ্যালয়েক অভ্যন্তরীন রাজনীতি। কাঠগড়ায় বিশ্ববিদয়ালয় কর্তৃপক্ষ। অভিযোগ, র‍্যাগিং রোধে রাঘবন কমিটি, হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্ট, ইউজিসি কারও নির্দেশই মানেনি যাদবপুর। এদিন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী বলেন, "যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় দেশের অন্যতম সেরা বিশ্ববিদ্যালয়। যার নাম গোটা দেশে। কিন্তু, সাম্প্রতিককালে সেখানে একটা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটেছে। ইউজিসি গোটা বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে। কোনও ছাত্রের র‍্যাগিং করার অধিকার নেই। রাজ্য সরকারের অবশ্যই হাইকোর্টের নির্দেশ মানা উচিত। এটা ওদের দায়িত্ব।"

২ পাতার পর

# গার্লফ্রেন্ড নেই বলতেই যৌন পরিচয় নিয়ে টিটকিরি, বিবস্ত্র হতে বাধ্য

লেখানোর চেষ্টা শুরু হয়। বাংলা বিভাগের এক ছাত্রের বিরুদ্ধে চিঠি লিখতে জোর করা হয়। ওই ছাত্র সেই চিঠি না লিখলে, চিঠি লেখে দীপশেখর দত্ত নামে ধৃত পড়ুয়া। চিঠি লিখে তারপর জোর করে ছাত্রকে দিয়ে সই করানো হয়। যাতে আরও মানসিক চাপে পড়ে ওই পড়ুয়া। এরপর তৃতীয় পর্যায়ে ওই ছাত্রের কাছে জানতে চাওয়া হয় তার গার্লফ্রেন্ডের নাম। ছাত্র জানায়, তার কোনও গার্লফ্রেন্ড নেই। তখনই ছাত্রের যৌন পরিচয় নিয়ে শুরু হয় টিটকিরি। ছাত্রকে বিবস্ত্র হতে জোর করা হয়। এই পরিস্থিতিতে একটা ঘরে ঢুকে নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচার চেষ্টা করে ওই ছাত্র। মাকে ফোন করে সে। প্রসঙ্গত, তদন্তে আগেই সামনে এসেছে যে যাদবপুরের মৃত পড়ুয়া ছিল রাজনৈতিক লড়াইয়ের 'বোড়ে'! উদ্ধার হওয়া চিঠিতে মেলে সেই সূত্র! ধৃতদের জেরায় জানা যায়, বাংলা বিভাগের পড়ুয়া স্বপ্নদীপকে গেস্ট হিসাবে হস্টেলের থাকার ব্যবস্থা করার পরই ছক কষা হয়। শুধু মানসিক নির্যাতনের "টার্গেট" নয়, যাদবপুরের ওই পড়ুয়াকে রাজনৈতিক লড়াইয়ের 'বোড়ে' করতে চেয়েছিল অভিযুক্তরা। হস্টেলের ঘর থেকে উদ্ধার ডায়েরির মধ্যে থাকা চিঠি থেকেই মেলে সেই ইঙ্গিত। বাংলা বিভাগের এক ছাত্র নেতার বিরুদ্ধে ডিনকে লেখা হয় সেই চিঠি। বাংলা বিভাগে অন্য রাজনৈতিক সংগঠনের প্রভাব রয়েছে। সেই প্রভাবই ভাঙতে মরিয়া ছিল সৌরভ চৌধুরী সহ অভিযুক্তরা।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ২৩০ সংখ্যা ২১ আগস্ট, ২০২৩ সোমবার ০৪ ভাদ্র, ১৪৩০

## সম্পাদকীয়

# বাংলা থেকে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে জায়গা পেয়েছেন দু'জন

লক্ষ্য ২০২৪। দলের সভাপতি হওয়ার প্রায় বছরখানেক বাদে কংগ্রেসের নতুন কর্মসমিতি গঠন করলেন মল্লিকার্জুন খাড়গে। মোট ৩৯ সদস্যের কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে জায়গা দেওয়া হল তথাকথিত বিদ্রোহী নেতাদেরও। এছাড়াও রয়েছেন ২১ জন আমন্ত্রিত সদস্য। আমন্ত্রিত সদস্যদের মধ্যে জাতীয় রাজনীতির বেশ কিছু পরিচিত মুখও রয়েছে।বাংলা থেকে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে জায়গা পেয়েছেন দু'জন। অধীর চৌধুরী এবং দীপা দাশমুন্সী। এই কর্মসমিতিই কংগ্রেসের নীতি নির্ধারক কমিটি। সেখানে জায়গা পাওয়াটা দীপা দাশমুন্সীর জন্য বড়সড় প্রমোশন। তবে অধীর চৌধুরীকে ওয়ার্কিং কমিটিতে আনার পর নয়া জল্পনা শুরু হয়েছে। তবে আবদুল মান্নান এবং প্রদীপ ভট্টাচার্যের মতো সিনিয়র নেতাদের জায়গা দেওয়া হয়নি। তাহলে কি অধীরকে আর প্রদেশ সভাপতি পদে রাখা হবে না? উঠছে প্রশ্ন।তাতপর্যপূর্ণভাবে ৩৯ সদস্যের কমিটিতে এমন কিছু নেতার নাম রয়েছে যারা তথাকথিত বিদ্রোহী। যেমন রাজস্থানে অশোক গেহলটের বিরোধী হিসাবে পরিচিত শচীন পাইলটকে জায়গা দেওয়া হয়েছে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে। মল্লিকার্জুন খাড়গের বিরুদ্ধে কংগ্রেস সভাপতি পদের নির্বাচনে লড়া শশী থারুরকেও জায়গা দেওয়া হয়েছে কমিটিতে। জায়গা পেয়েছেন জি-২৩ গ্রুপের সদস্য আনন্দ শর্মাও।কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে বিশেষ বদল না করা হলেও তরুণ মুখেদের মধ্যে জায়গা পেয়েছেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী, গৌরব গগৈ, এবং কে প্যাটেল। উদয়পুরের চিন্তন শিবিরে ঠিক হয়েছিল ওয়ার্কিং কমিটির মোট ৫০ শতাংশ সদস্য ৫০ বছরের কম বয়সি হতে হবে। কিন্তু সেই শর্ত পূরণ হয়নি। বেশ কিছু তরুণ মুখ নতুন কমিটিতে জায়গা পেয়েও মাত্র ৩ জনের বয়স ৫০-এর কম। সিনিয়র নেতাদের মধ্যে সোনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধী , মনমোহন সিং, এ কে অ্যান্টনি, বিরাপ্পা মইলিরা।

# ভোপালে গরীব কল্যাণ অভিযানের রিপোর্ট কার্ড চালু করলেন অমিত শাহ

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ রবিবার মধ্যপ্রদেশ সরকারের গরীব কল্যাণ মহা অভিযানের রিপোর্ট কার্ড চালু করতে ভোপালে পৌঁছলেন। সেখানে তিনি মধ্যপ্রদেশ সরকারের রিপোর্ট কার্ড প্রকাশ করেন । কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এদিন কুশাভাউ ঠাকরে অডিটোরিয়ামে রাজ্য সরকারের ২০ বছরের গরিব কল্যাণ মহা অভিযানের রিপোর্ট কার্ড প্রকাশ করেন।মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বলেন, একটা সময় ছিল যখন মধ্যপ্রদেশকে অসুস্থ(বিমারু) রাজ্য বলা হত। ডবল ইঞ্জিন সরকার উন্নয়নের রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদীর নির্দেশে মধ্যপ্রদেশের উন্নয়ন ২০১৪ সাল থেকে হয়েছে । প্রধানমন্ত্রী সহযোগিতায় কোনও কসরত রাখেননি। নারীর ক্ষমতায়নে অভূতপূর্ব কাজ হয়েছে।

গরিব কল্যাণ মহা অভিযানের সভাপতি ভিডি শর্মা এবং উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ২০ বছরের অর্জনের একটি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র দেখানো হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের নেতৃত্বে মধ্যপ্রদেশে যে উন্নয়ন হয়েছে তার তথ্য দেওয়া হয়েছে এই ছবির মাধ্যমে ।২০০৩ থেকে ২০২৩ সালের মোট ২০ বছরের রিপোর্ট কার্ড এটি ।

অনুষ্ঠানে অমিত শাহ, মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানকে অত্যন্ত পরিশ্রমী বলে উল্লেখ করে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন, আমরা একটি অসুস্থ রাজ্যকে দেশের সবচেয়ে উন্নত রাজ্যে রূপান্তর করার চেষ্টা করেছি।

অমিত শাহ আজ বিমানবাহিনীর বিমানে দুপুর ১২ টা ১৫ মিনিট নাগাদ রাজাভোজ বিমানবন্দরে পৌঁছন । বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান, রাজ্য বিজেপি রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নরোত্তম মিশ্র। অমিত শাহ বিমানবন্দর থেকে সরাসরি কুশভাউ ঠাকরে অডিটোরিয়ামে যান। সেখানে তিনি গরীব কল্যাণ মহাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দৃষ্টিভঙ্গি এবং মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের মিশন সম্পর্কিত মধ্যপ্রদেশের বিজেপি সরকারের ২০ বছরের রিপোর্ট কার্ড প্রকাশ করেন।স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, এই বছরই স্বনির্ভর মধ্যপ্রদেশের ভিত রচিত হয়েছে। তিনি আরও বলেন, মধ্যপ্রদেশ ১৯৫৬ সালে গঠিত হয় । তারপর থেকে ২০০৩ পর্যন্ত কংগ্রেস শাসন করেছিল। মধ্যপ্রদেশকে অসুস্থ রাজ্যে পরিণত করা হয় ৫৩ বছরে। অমৃতকালের আসন্ন সময় মধ্যপ্রদেশের জন্য অনন্য প্রমাণিত হবে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই এগিয়ে চলেছে মধ্যপ্রদেশ। মধ্যপ্রদেশের সমস্ত অঞ্চলে উন্নয়ন হয়েছে।

## পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

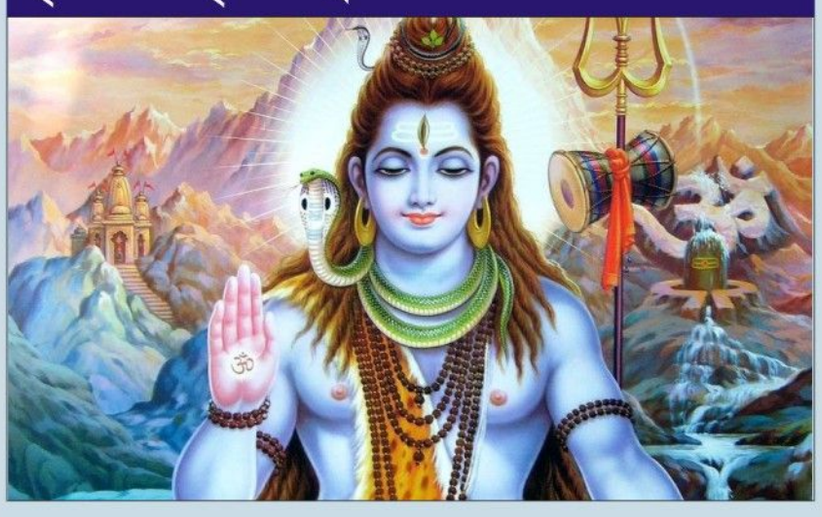

**-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-**

শিব হলেন হিন্দু ধর্মের প্রধান তিন দেবতার মধ্যে অন্যতম। তিনি সমসাময়িক হিন্দুধর্মের তিনটি সর্বাধিক প্রভাবশালী শৈব সম্প্রদায়ের প্রধান দেবতা। শিব হলেন ধ্বংস, সংহার ও প্রলয়ের দেবতা। কথিত আছে, শিব কৈলাস পর্বতে সন্ন্যাসীর জীবনযাপন করে। আবার গৃহস্থে তিনিই পার্বতীর স্বামী। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

# প্রতিটি কণার মধ্যে ঈশ্বর আজও বিরাজমান

**মৃত্যুঞ্জয় সরদার**
**(শেষ পর্ব)**

বিবেকানন্দ বলেছিলেন, নানা ধর্ম নানা ভাষার মত আলাদা। কিন্তু আসলে এক। রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা সেই ৪৭... সাল থেকেই হচ্ছে। অনেকে বলেন, গান্ধীজীই প্রথম ধর্মকে ভারতের রাজনীতিতে নিয়ে আসেন। এটি নিয়েও বিতর্ক কম হয়নি। আপাতত বিতর্ক থাক, একটাই প্রত্যাশা, আমরা দেখা ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ঐক্যকে রক্ষা করতে সচেতনতার শক্তি ও ঈশ্বরী আরাধনা আর সংঘটিত হয় একমাত্র পদক্ষেপ। তবে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্যই আমাদের প্রয়োজন বুদ্ধি। আর বুদ্ধি বেঁচে থাকার জন্য একটা যন্ত্র মাত্র, আপনার জীবনের সীমিত একটা দিক। বেঁচে থাকাটা আবশ্যিক কিন্তু পরিপূর্ণ নয়। যদি আপনি জীবনের গভীরতর মাত্রাগুলোর মধ্যে যেতে চান, প্রথমেই আপনার দরকার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির। বর্তমানে আপনার জীবনের অভিজ্ঞতা শুধুমাত্র আপনার জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে- দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, স্বাদ এবং গন্ধের দ্বারা। এগুলো দিয়ে, আপনি যা ভৌতিক তার বাইরে কোন কিছুই জানতে পারবেন না। আপনি মহা সমুদ্রের গভীরতা মাপতে পারেন না একটা ফুট স্কেলের সাহায্যে। আর এখন ঠিক সেটাই হচ্ছে মানুষের সঙ্গে। তারা জীবনের গভীরতর মাত্রাগুলোর দিকে অগ্রসর হচ্ছেন প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সঙ্গে না নিয়েই। তাই তারা ভুল সিদ্ধান্তে ঝাঁপ দিচ্ছেন।

মানুষ সিদ্ধান্তে ঝাঁপিয়ে পড়তে খুবই উৎসুক, কারণ একটা অভিমত ছাড়া তাদের নিজের বলতে আর কিছুই তো নেই। আপনি যাকে "আমি" বলেন, সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিত্ব হল জীবন সম্পর্কে উপনীত আপনার একগুচ্ছ সিদ্ধান্ত মাত্র। কিন্তু আপনি যে সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়ে থাকুন না কেন, আপনার ভুল হতে বাধ্য - কারণ জীবন আপনার কোন সিদ্ধান্তের সঙ্গেই খাপ খায় না।

খুব সহজভাবে এটা দেখতে গেলে, কেবল একজন মানুষের দৃষ্টান্ত নিন। হয়তো কুড়ি বছর আগে আপনার সঙ্গে একজনের দেখা হয়েছিল এবং তখন সে যা করছিল, আপনার তা পছন্দ হয়নি। আপনি সিদ্ধান্ত উপনীত হয়েছিলেন যে সে ভালো মানুষ নয়। এখন ধরুন আপনার সাথে কুড়ি বছর পরে এই ব্যক্তির দেখা হল, সে হয়তো সব থেকে সুন্দর মানুষ হয়ে উঠেছে, কিন্তু আপনার মন আপনাকে এই মানুষটি এখন যেরকম ঠিক সেরকম ভাবেই তাকে উপলব্ধি করতে দেবে না। যে মুহূর্তে আপনি কোন একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হন, আপনি আপনার বিকাশের পথ রুদ্ধ করেছেন; আপনি জীবনের সম্ভাবনা গুলোকে রুদ্ধ এবং বিনাশ করেছেন।

একটা আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়ার অর্থ অন্য একগুচ্ছ সিদ্ধান্তে ঝাঁপিয়ে পড়া নয়। যখন আপনি কোন সিদ্ধান্তে উপনীত না হয়ে আপনার অস্তিত্ব বজায় রাখার সাহস রাখেন, প্রতিনিয়ত চোখ মেলে দেখতে ইচ্ছুক থাকেন, নিজের অস্তিত্বকে এই মহাজগতের এক ক্ষুদ্র কণা রূপে স্বীকার করতে ইচ্ছুক হন, তাহলেই আপনি অস্তিত্বের অসীমতা জানতে পারবেন।সেই সেই লক্ষ্যে বৈজ্ঞানিকরা ঈশ্বর কি তার পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করেছিল ঈশ্বরিকণা রূপে। সেই ইতিহাস এই লেখার মধ্যে কিছুটা হলেও তুলে ধরতে চাইছি।সার্ন ল্যাবরেটরির বিজ্ঞানীরা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন যে তারা পরম আরাধ্য ঈশ্বর কণার অস্তিত্ব শনাক্ত করতে পেরেছেন। এই সরকারী ঘোষণার মাধ্যমে আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের নতুন দ্বার খুলে যায়। পুরো পৃথিবীজুড়ে খবরের শিরোনাম হয় এই ঘোষণাটি। বলা হয়ে থাকে বিজ্ঞানের সমস্ত অজানা রহস্যের জট একে একে খুলে যাবে এই ঈশ্বর কণার ছোঁয়ায়! আসলেই কি তা সম্ভব? এই কণা কি প্রমান করতে পারবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব? নাকি ঈশ্বরতত্ত্বের বিপক্ষে বিজ্ঞানের নতুন যুক্তি হবে এটি? এইসব প্রশ্নের উত্তর, ঈশ্বর কণার ইতিহাস, আবিস্কার, কেন এই অদ্ভুত নামকরণ, কিভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে এই মহামুল্য আবিস্কার- এসব নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে এই লেখায়।

আলোচনার প্রথমেই যে বিষয়টির উপর পরিষ্কার ধারণা থাকে উচিত তা হচ্ছে ঈশ্বর কণা কি। মৌলিক কণাগুলোর ১টি শ্রেণী হচ্ছে "বোসন কণা", যার নামকরণ করা হয় অমিত প্রতিভাবান বাঙ্গালি পদার্থবিজ্ঞানি সত্যেন বসুর নামে। প্রথম দিকে ৪টি বোসন কনাকে মৌলিক কণাসমুহের গাণিতিক মডেলের অন্তর্ভুক্ত করা হয় যাদেরকে একত্রে গজ-বোসন কণা বলা হত। পরবর্তীতে, ১৯৬৪ সালে ব্রিটিশ পদার্থবিদ পিটার হিগস আর ৫ জন বিজ্ঞানীর সাহায্যে একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণা পত্রে নতুন ১টি বোসন কণা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেন যাকে হিগস-বোসন কণা নামে গাণিতিক মডেলে স্থান দেয়া হয়। এই হিগস-বোসন কণাই হচ্ছে ঈশ্বর কণা, যার নামকরণ করেন নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী লিওন লেডারম্যান। অর্থাৎ ঈশ্বর কণা বা দি গড পার্টিকল হচ্ছে হিগস-বোসন কণার প্রচলিত ডাকনাম।

হিগস-বোসন কণার এই অদ্ভুত নামকরণ পরবর্তী সময়ে অনেক বিতর্কের সৃষ্টি করে। অনেকেই একে ঈশ্বরের অস্তিত্বের সাথে গুলিয়ে ফেলেন। কিন্তু এই নামকরণের আসল কারণটি সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং একইসাথে অদ্ভুত ও মজার। হিগস-বোসন কণার তত্ব বের হওয়ার পর বিজ্ঞানীরা প্রাণান্ত চেস্টা শুরু করলেন এর অস্তিত্ব বের করার। কিন্তু সোনার হরিণের দেখা তো আর মিলে না! ত্যাক্ত-বিরক্ত হয়ে বিজ্ঞানীরা এই কণাকে "গডড্যাম পার্টিকল" (ইসসর-নিকুচি কণা)নামে ডাকা শুরু করলেন। সেই সময় বিজ্ঞানী লেডারম্যান এই কণার উপর একটি বই লিখলেন এবং তার নাম দিতে চাইলেন "দি গডড্যাম পার্টিকলঃ ইফ ইউনিভার্স ইজ দি আনসার, হোয়াট ইজ দি কোয়েশ্চেন?" অর্থাৎ, " ঈশ্বর-নিকুচি কণাঃ যদি মহাবিশ্ব এর উত্তর হয়, প্রশ্নটা কি?" কিন্তু বইটির সম্পাদক এবং প্রকাশক এতে "গডড্যাম" শব্দটি ব্যবহার করতে চাইলেন না, তার পরিবর্তে শুধু "গড" বসিয়ে দিলেন তারা। যার ফলে হিগস-বোসন কণা হয়ে যায় ঈশ্বর কণা। যদিও অনেক বিজ্ঞানী (বিশেষত বিজ্ঞানী হিগস) এই নামকরণের বিরোধিতা করেন এই ভেবে যে নামটি অনেকের ধর্মীও অনুভূতিতে আঘাত করতে পারে, কিন্তু এই নামটিই প্রচলিত হয়ে যায়।

সুতরাং এটা বুঝা গেল যে ঈশ্বর-তত্বের সাথে ঈশ্বর কণার কোন সম্পর্ক নেই। এর সম্পর্ক হচ্ছে ভরের সাথে এবং একে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি রহস্য উদঘাটনের সবচেয়ে উপযুক্ত ও শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হয়! যখন মৌলিক কণাসমূহের গাণিতিক মডেল তৈরি করা হয়, তখন কণাদের ভরের উৎস নিয়ে একটা অসামঞ্জস্যতা সৃষ্টি হয়। হিগস-বোসন কণাই হচ্ছে সেই নিয়ামক যা অনুতে ভরের সৃষ্টি করে। যে সমস্ত কণা ভরহীন অবস্থায় বিরাজ করে (ফোটন), ধরে নেয়া হয় তাদের সাথে ঈশ্বর কণার কোন সংযোগ নেই। সেই সাথে এটাও ধরে নেয়া হয়েছিল যে এই মহাবিশ্ব জুড়ে একটি অবিচ্ছিন্ন মাধ্যম আছে যা বিভিন্ন মৌলিক কণার ভরের জন্য দায়ী। এই মাধ্যমের নাম হচ্ছে হিগস-ফিল্ড বা হিগস-ক্ষেত্র, একে অনেকটা আলোকবিদ্যার ইথারের সাথে তুলনা করা যায়। তবে এই তুলনাটা শুধুমাত্র বুঝার সুবিধার জন্য, বাস্তবে হিগস-ফিল্ড এবং ইথার সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি ধারণা। সবচেয়ে বড় পার্থক্যটি হচ্ছে- পরবর্তীতে ইথারের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায়নি, তাই এই তত্বকে আর কাজে লাগানো যায়নি। কিন্তু হিগস-ফিল্ড যে অস্তিত্বশীল, তার স্বপক্ষে অনেকগুলো যুক্তি-প্রমাণ বের করা হয়েছে। আর এই হিগস-ফিল্ডের ক্ষুদ্রতম একক হচ্ছে হিগস-বোসন কণা বা প্রচলিত অর্থে ঈশ্বর কণা।

ঈশ্বর কণার কিছু স্বতন্ত্র ও অত্যন্ত অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন আমরা জানি যে প্রত্যেক কণার জন্য একটি বিপরীত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন প্রতিকণা আছে (এন্টিমেটার)। কিন্তু এই কণার প্রতিকণা সে নিজেই, অর্থাৎ একে আয়নায় উল্টে দিলে একই বৈশিষ্ট্য দেখাবে। এ থেকে বুঝা যায় যে এর কোন ধনাত্মক বা ঋণাত্মক চার্জ নেই এবং ঘূর্ণন কোয়ান্টাম সংখ্যা শূন্য। কোন মৌলিক কণিকা ঠিক যতটুক ঘুরে আসলে প্রথম অবস্থার মত দেখায় তাকে কণাটির স্পিন (ঝ) বা ঘূর্ণন কোয়ান্টাম সংখ্যা বলে। যেহেতু ঈশ্বর কণা সবসময় একই রকম দেখায়, তাই এর কোন স্পিন নেই, বা স্পিন শূন্য। এই কণার ভর ধরা হয় ১১৪ থেক ১৮৫ গিগা ইলেকট্রন ভোল্ট (১ গিগা ইলেকট্রন ভোল্ট = ১.৮ ঢ ১৩-২৮ কেজি)। তবে এর সবচেয়ে অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে স্থায়িত্বকাল। একটি ঈশ্বর কণার অর্ধায়ু সর্বোচ্চ ১০ঁ-২৫ সেকেন্ড, অর্থাৎ ১ সেকেন্ডের দশ হাজার কোটি কোটি কোটি ভাগের এক ভাগ। এই সময়কাল যে কতটুক ক্ষুদ্র সেটা বোঝানর জন্য এটা বলা যেতে পারে যে একটা একক সময়ে যতগুলো ঈশ্বর কণা সৃষ্টি হয়, অই সময়টা পেরনোর আগেই তার অর্ধেক কণা বিলীন হয়ে যায়!

এখন যে প্রশ্ন মনে জাগতে পারে তা হল কি দিয়ে এই অদ্ভুত কণা তৈরি হয়! এটি এখনও একটি দুরূহ প্রশ্ন! তবে এটা বলা যায় যে ঈশ্বর কণা তৈরি হয়ার পর আপনাআপনিই ভেঙ্গে যায় এবং অনেকগুলো মৌলিক কণায় রুপান্তরিত হয়। প্রায় চল্লিশ বছর ধরে বিজ্ঞানীরা একে কৃত্তিমভাবে তৈরির প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছিলেন, যা অবশেষে সফল হয় লার্জ হেড্রন কলিডারের মাধ্যমে। ১৯৯৮ থেকে ২০০৮, এই ১০ বছর ধরে একে নির্মাণ করা হয়। সুইজারল্যান্ডের জেনেভা শহরের অদূরে অবস্থিত হ্রদ এবং জুড়া পাহাড়ের মাঝখানে মাটির ১০০ মিটার গভীরে ২৭ কিঃমিঃ পরিধির একটি বৃত্তাকার সুড়ঙ্গ বানানো হয়। সেখানে হাজার হাজার প্রোটন ঝাঁক (এক ঝাঁকে ১০ হাজার কোটি প্রোটন) প্রায় আলোর বেগে প্রবাহিত করা হয়। এরকম সর্বোচ্চ গতিসম্পন্ন দুটি প্রোটন কণার সম্পূর্ণ মুখোমুখি সংঘর্ষের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় ঈশ্বর কণা। তবে যত সহজে এখানে বলা হয়েছে, সৃষ্টির ব্যাপারটা তার থেকে কয়েক হাজার গুন কঠিন ও জটিল।তবে প্রথম পাতা কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ দেশ বিদেশ সম্পাদকের পাতা খেলা বিনোদন জীবন + ধারা ভিডিয়ো

'ঈশ্বর কণা'র আরও এক রূপ দেখতে পেল সার্ন!

এক পলকের দেখা! খুব সামান্য সময়ের জন্য হলেও ঈশ্বরের সঙ্গে মোলাকাত হয়ে গেল সার্নের কণা পদার্থবিদদের!

**(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)**

# সিনেমার খবর

cinema TV

## শুটিংয়ে আহত সঞ্জয় দত্ত

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** বলিউডের শক্তিমান অভিনেতা সঞ্জয় দত্ত শুটিং সেটে আহত হয়েছেন। জানা গেছে, শুটিংয়ে অ্যাকশন দৃশ্য করতে গিয়ে আহত হয়েছেন তিনি। এতে মাথায় আঘাত লেগে কিছুটা কেটে গেছে। ফলে মাথায় বেশ কয়েকটা সেলাইও দেওয়া হয়েছে। এ ঘটনাটি ঘটেছে গত সপ্তাহে। আসলে অভিনেতাকে তলোয়ার নিয়ে অ্যাকশন করতে হচ্ছিল। কিন্তু অসাবধানতাশত আঘাত লাগে মাথায়। তৎক্ষণাৎ বিশেষ একটি দল সঞ্জয়কে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যান। তবে অভিনেতা নাকি কোনো ছুটি নেননি। প্রাথমিক চিকিৎসার পর আবার তিনি শুটিং ফ্লোরে ফিরেছেন।

এ মুহূর্তে পুরী জগন্নাথ পরিচালিত 'ডবল ইস্মার্ট' সিনেমার শুটিংয়ে রয়েছেন সঞ্জয়। সম্প্রতি থাইল্যান্ডে এ সিনেমার শুটিং শুরু হয়। তবে এ দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে সঞ্জয় এখনো কোনো প্রতিক্রিয়া জানাননি। তাই এ খবরের সত্যতা নিয়ে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

এর আগে গত এপ্রিল মাসে কন্নড় সিনেমা 'কেডি'-র সেটে বোমা ফেটে সঞ্জয়ের আহত হওয়ার গুজব ছড়ায়। বেঙ্গালুরুর আশপাশের অঞ্চলে সিনেমা শুটিং চলাকালীন নাকি আচমকাই ফেটে যায় বোমা।

ফলে খবর ছড়িয়ে পড়ে অভিনেতার হাতে, কনুইয়ে ও মুখে চোট লেগেছে। শুটিংও নাকি বন্ধ। পরে অবশ্য খবরটি একেবারেই গুজব বলে সামাজিক যোগাযোগাযোগ মাধ্যমে জানান সঞ্জয়।

## স্বাধীনতা দিবসে ভারতের নাগরিকত্ব পেলেন অক্ষয়

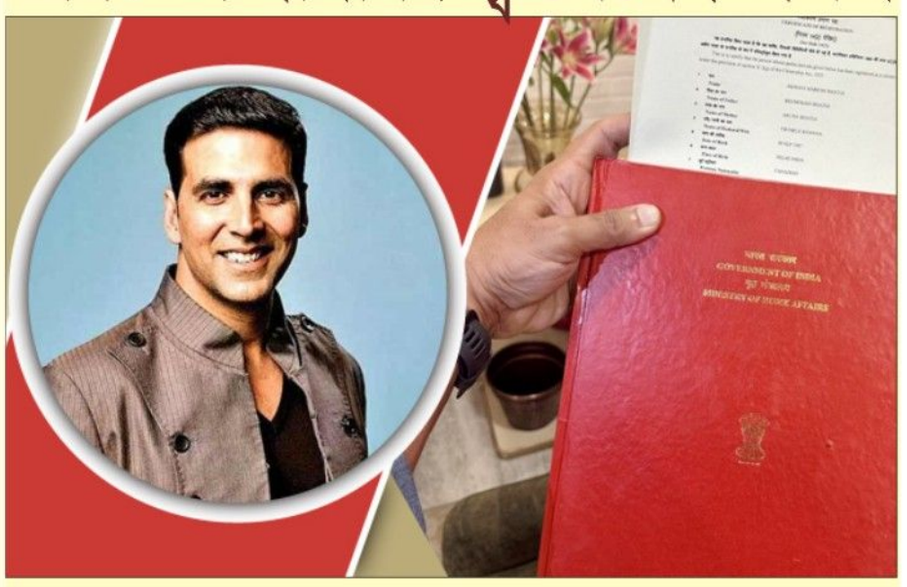

**নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন :** বলিউড তারকা অক্ষয় কুমার এতদিন ভারতের নাগরিক ছিলেন না। এবার সে দেশের ৭৭তম স্বাধীনতা দিবসে ভারতীয় নাগরিকত্ব পেলেন এ খ্যাতিমান নায়ক। আজ (১৫ আগস্ট) টুইটে এমন সুখবর ভাগ করে নিলেন অভিনেতা।

অক্ষয়কে কানাডা থেকে দেওয়া হয়েছিল 'সাম্মানিক নাগরিকত্ব'। কিন্তু ভারতীয় আইন অনুযায়ী একজন মানুষ দুই দেশের নাগরিকত্ব রাখতে পারেন না। সে ক্ষেত্রে শোনা যায়, অনেক অভিনেতাই বিদেশি নাগরিকত্ব ছাড়তে চান না। কিন্তু স্বাধীনতা দিবসে কানাডার নাগরিকত্ব ছেড়ে ভারতীয় নাগরিকত্ব পেলেন নায়ক।

এ বিষয়ে অক্ষয় কুমার টুইটে লেখেন, 'মন এবং নাগরিকত্ব' দুটোই ভারতীয়। স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা। জয় হিন্দ।' অক্ষয় সেই ছবিও সবার সঙ্গে শেয়ার করেছেন।

২০১৯ সালে অভিনেতা জনসমক্ষে কথা দিয়েছিলেন যে খুব শিগগিরই তিনি বিদেশি নাগরিকত্ব বর্জন করে দেশের নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করবেন। তিনি আবেদন করেও ছিলেন তাই। কিন্তু তারপর করোনা পরিস্থিতি তৈরি হয়। পুরো ভারতে লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছিল। ফলে তার নাগরিকত্ব পাওয়ার প্রক্রিয়া অনেকটাই পিছিয়ে যায়। অবশেষে অক্ষয় চার বছর পর পেলেন ভারতীয় নাগরিকত্ব। এতে ভীষণ খুশি অক্ষয় কুমার।

অক্ষয়সহ একাধিক তারকার বিদেশি নাগরিকত্ব আছে। সেই তালিকায় রয়েছেন দীপিকা পাড়ুকোন, আলিয়া ভাট, ক্যাটরিনা কইফসহ আরও অনেকেই।

এদিকে সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে অক্ষয়ের নতুন সিনেমা 'ওএমজি-২'। সিনেমাটিকে কেন্দ্র করে মুক্তির আগে বিস্তর বিতর্কও হয়েছিল। যদিও এটিপ্রেক্ষাগৃহে আসার পর দর্শকের প্রতিক্রিয়া অনেকটাই ভালো।

## সানি দেওল 'গদর-২' সিনেমা দিয়ে বক্স অফিসে ঝড় তুলেছেন

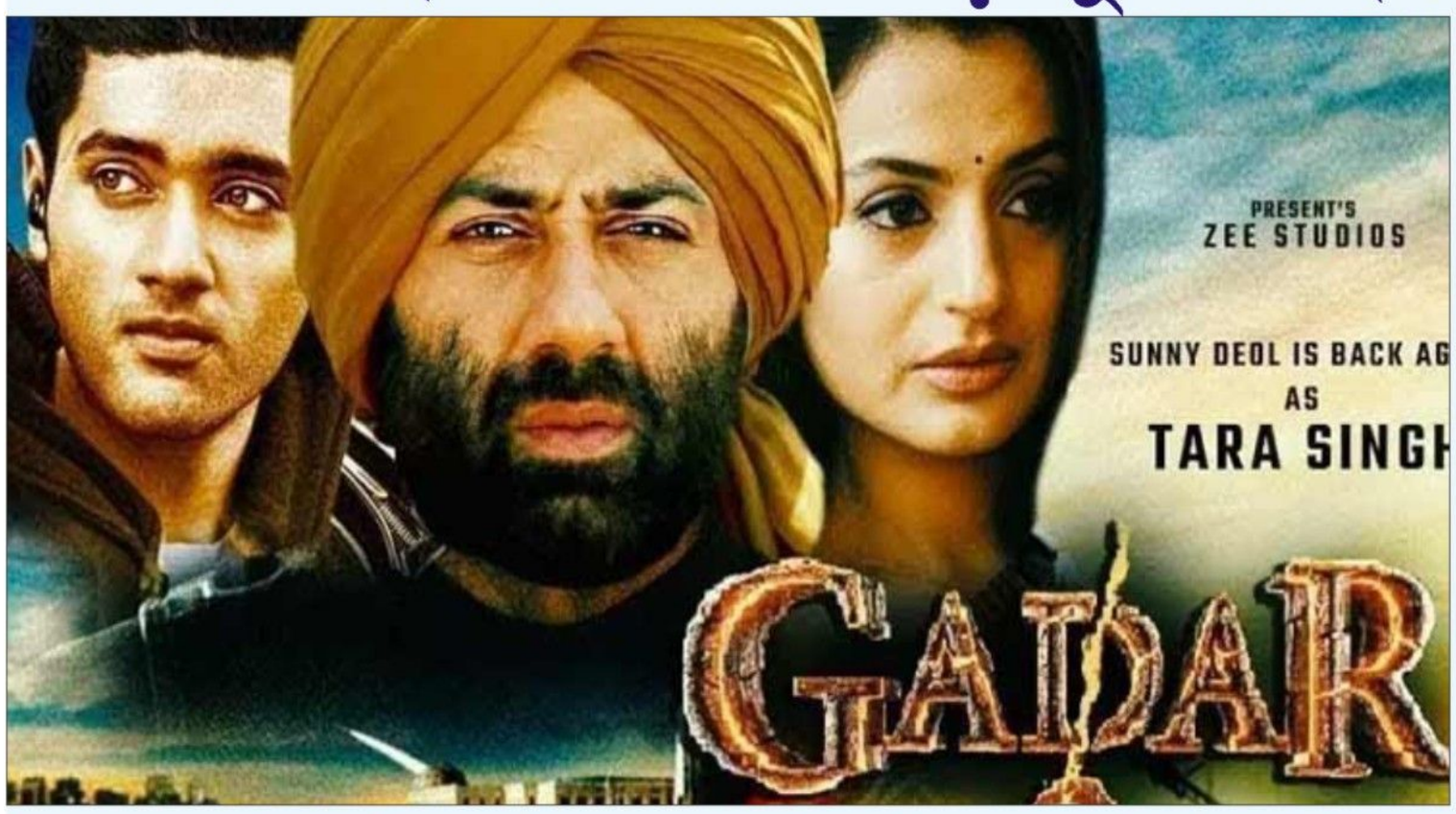


**নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন :** আবারও অ্যাকশনে ভরপুর সিনেমার হাত ধরে পর্দায় ফিরেছেন সানি দেওল। প্রথম দিনেই দুর্দান্ত ব্যবসা করেছে সানি দেওল ও অমিশা প্যাটেল অভিনীত 'গদর-২'। ৬৫ বছর বয়সেও ব্লকবাস্টার হিট দিলেন এ অভিনেতা। এ খবর সত্যিই বলিউডের জন্য সুখবর। ১১ অগাস্ট মুক্তি পেয়েছ 'গদর-২'।

২০০১ সালের হিট সিনেমা 'গদর'-এর সিক্যুয়েলের ঘোষণা হতেই উত্তেজনার ঝলক দেখা যায় সোশ্যাল মিডিয়ায় ও দর্শকদের মধ্যে। সেই প্রতিফলন মিলল প্রথম দিনের ব্যবসাতেও। দর্শকের থেকেও পাওয়া গেল ইতিবাচক রিভিউ।

ফিল্ম সমালোচক ও ট্রেড অ্যানালিস্ট তরণ আদর্শের হিসেব অনুযায়ী, 'গদর-২' প্রথম দিনেই ৪০.১০ কোটি রুপির ব্যবসা করেছে। তিনি পোস্ট করে লেখেন, সানি দেওল তার ক্ষমতা দেখালেন। মুক্তির আগের সমস্ত হিসেব ও সমীক্ষা ভেঙে গেল।'

তরণ আদর্শ পোস্ট অনুযায়ী, সাধারণ মানুষ, সিঙ্গেল স্ক্রিনের ক্ষেত্রে রেকর্ড ভাঙা আয়, যে ধারা অন্যান্য বেশিরভাগ সিনেমা থেকে একেবারে আলাদা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বলিউড সিনেমা ন্যাশনাল মাল্টিপ্লেক্স চেইনে বেশি আয় করে। এক্ষেত্রে ঘটনা উল্টো। সাধারণ মানুষের কাছে এ সিনেমা ঝড় তুলেছে বেশি।

এরপর শনি ও রবিবার ছুটির দিনের পর সামনের মঙ্গলবার ১৫ অগাস্ট আসছে। বলিউড বোদ্ধাদের আশা, স্বাধীনতা দিবসে আরও বাড়বে 'গদর-২' সিনেমার আয়।

প্রথম দিনেই 'গদর-২' তার সম্ভাব্য আয়ের ৬০ শতাংশ বক্স অফিস থেকে তুলে নিয়েছে এবং এ আয়ের ৮৬ শতাংশই এসেছে সন্ধ্যার শো থেকে। এ সিনেমার সঙ্গে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে অক্ষয় কুমারের 'ওহ মাই গড-২' ও রজনীকান্তের 'জেলার'। চলতি বছরে এখনো মুক্তি পাওয়া সিনেমাগুলোর মধ্যে প্রথম দিনে সর্বোচ্চ আয় করেছে শাহরুখ খানের 'পাঠান'। তারপরেই রয়েছে সানি দেওলের 'গদর-২'। সবাই আশা করছেন চলতি বছর সানি দেওলের 'গদর-২' সিনেমাটি তুমুল ব্যবসা করবে।

## প্রসেনজিতের সঙ্গে জুটি বেঁধে ৫০তম সিনেমা করছি: ঋতুপর্ণা

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** দুই বাংলার জনপ্রিয় অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। তার নতুন সিনেমা 'স্পর্শ'র শুটিং করতে এসেছেন বাংলাদেশে। শনিবার (১২ আগস্ট) রাতে রাজধানীর নিকেতনে ফিল্ম ক্লাবে সংবাদিকের সঙ্গে আড্ডা দিতে 'স্পর্শ' টিমের সঙ্গে হাজির হন ঋতুপর্ণা। এসময় উঠে আসে তার নতুন সিনেমার বিষয়।

'স্পর্শ' সিনেমা নিয়ে ঋতুপর্ণা বলেন, যতবার ঢাকা আসি, ততবার মনে হয় নিজের শহরে এসেছি। এখন আমার বাবা এবং মায়ের দেশ। তাই নিজের দেশ মনে হয়। এবার ঢাকা এসেছি 'স্পর্শ' সিনেমার শেষ লটের শুটিং করতে। সুন্দর গল্পের একটা সিনেমা। খুব ভালো হচ্ছে শুটিং। এছাড়া এ সিনেমা নিয়ে বেশি বলতে চাইছি না।

অভিনেতা নিরবের বিষয়ে ঋতুপর্ণা বলেন, খুব ভালো অভিনয় করেন। সামনে আরও ভালো কাজ করবেন। অনেক সময় পড়ে আছে। সামনে ওর (নিরবের) ভবিষ্যৎ অনেক ভালো।

'জ্যাম' সিনেমা নিয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, সিনেমাটার আবারও কাজ শুরু হবে। এসব নিয়ে কথা হচ্ছে। আশা করছি খুব শিগগির আপনারা তথ্য পেয়ে যাবেন।

কথা হয় প্রসেনজিতের সঙ্গে জুটি নিয়েও। আবারও একসঙ্গে দুজনকে দেখা যাবে কি না- এমন প্রশ্নে ঋতুপর্ণা বলেন, অনেক ভালো কাজ উপহার দিয়েছি আমরা। অনেক বছর পর 'প্রাক্তন' সিনেমায় আমরা জুটি হয়ে এসেছিলাম। সিনেমাটা ব্লক বাস্টার হয়েছে। নতুন তথ্য হলো আমাদের জুটির ৫০তম সিনেমা হতে যাচ্ছে। এখনো নাম ঠিক হয়েনি, কাজ চলছে। এ বছরই শুটিং শুরু হবে। সিনেমাটা নির্মাণ করবেন কৌশিক গাঙ্গুলি।

আড্ডার শেষ দিকে বাংলাদেশের অন্য নায়কদের সঙ্গে অভিনয়ের স্মৃতির প্রসঙ্গ তোলেন। একই সঙ্গে ফেরদৌসের নতুন সিনেমা দেখতে আহ্বান জানান ঋতুপর্ণা। তিনি বলেন, ফেরদৌস আমার পারিবারিক বন্ধু, অনেক বছরের সম্পর্ক। সারাজীবন থাকবে। তার একটা সিনেমা মুক্তি পেয়েছে, 'মাইক' নামের। খোঁজ নিয়ে জেনেছি সিনেমাটা খুব ভালো চলছে। ফেরদৌসের আরও একটা সিনেমা মুক্তি পাবে। সেই সিনেমা দেখারও আহ্বান জানান ঋতুপর্ণা।

অবসর ভেঙে

## বিশ্বকাপে ফিরছেন বেন স্টোকস!

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** ওয়ানডে ক্রিকেট তার কাছে বিরক্ত লাগে। টেস্ট এবং টি-টোয়েন্টিতেই নিজেকে ব্যস্ত রাখতে চান ইংল্যান্ডের টেস্ট অধিনায়ক বেন স্টোকস। এ কারণে ওয়ানডে ক্রিকেট থেকেই অবসরের ঘোষণা দিয়েছিলেন ইংল্যান্ডকে বিশ্বকাপ জেতানো এই তারকা।

কিন্তু আরেকটি বিশ্বকাপের ঠিক আগ মুহূর্তেই ইউটার্ন নিচ্ছেন ইংলিশ অলরাউন্ডার বেন স্টোকস। অবসর ভেঙে তিনি ফিরতে পারেন ইংল্যান্ডের বিশ্বকাপ দলে।

ইংল্যান্ডের ২০১৯ বিশ্বকাপ জয়ের পথে সবচেয়ে বড় অবদান ছিল বেন স্টোকসের। ফাইনালে বলতে গেলে একার হাতেই তিনি ম্যাচটাকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন। তার হাতেই উঠেছিলো সেরার পুরস্কার। অথচ, ১৩ মাস আগেই ওয়ানডে ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়ে ফেলেছিলেন তিনি।

টেস্ট, টি-টোয়েন্টি, ওয়ানডে এবং ফ্রাঞ্চাইজি ক্রিকেট- সব মিলিয়ে খুব বেশি ব্যস্ত সময় পার করতে হয়। কাজের চাপও বেশি। কাজের চাপ কমাতেই বরং ওয়ানডে ক্রিকেটকে বিদায় বলে দিয়েছেন তিনি।

গত বছরও অস্ট্রেলিয়া থেকে ইংল্যান্ডের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ে দারুণ অবদান ছিল বেন স্টোকসের। ফাইনালে পাকিস্তানের বিপক্ষে অপরাজিত হাফ সেঞ্চুরি করেছিলেন তিনি।

সুতরাং, আরেকটি বিশ্বকাপের সামনে দাঁড়িয়ে স্টোকসের মত ক্রিকেটারকে অবশ্যই মিস করবে ইংল্যান্ড। এ কারণেই মূলত অবসর ভেঙে তার ফিরে আসা। ইংল্যান্ডের সাদা বলের (ওয়ানডে এবং টি-টোয়েন্টি) কোচ ম্যাথু মট। জানিয়েছেন, স্টোকসকে রাজি করানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সাদা বলের দলের অধিনায়ক জস বাটলারের ওপর।

বাঁ পায়ের চোট নিয়েও অ্যাশেজে সামনে থেকে দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন স্টোকস। ০-২ পিছিয়ে থেকেও ২-২ ড্র করেছে ইংল্যান্ড। অতীত অবদানের কথা মাথায় রেখে তাকে আরও একবার মাঠে নামার অনুরোধ করতে চায় ইংলিশ ক্রিকেট বোর্ড।

ইংল্যান্ডের এক দৈনিককে কোচ ম্যাথু মট বলেছেন, 'সম্ভবত বাটলার নিজে থেকেই উদ্যোগ নিয়ে স্টোকসের সঙ্গে কথা বলবে। তবে স্টোকস নিজে ইচ্ছুক কি না সেটা আগে জানা দরকার। এখনও আমরা জানি না আগামী দিনে ও কী করবে। তবে আশাবাদী। আমি বার বারই বলেছি ওর বোলিং আমাদের কাজে লাগবে। পাশাপাশি ব্যাট হাতে এবং ফিল্ডার হিসাবেও দলকে প্রয়োজনীয় সাহায্য করতে পারে।'

মট আরও বলেছেন, 'গোটা অ্যাশেজে ওকে দেখেছি। দারুণ নেতৃত্ব দিয়েছে। এক দিনের ক্রিকেটেও বছরের পর বছর ধারাবাহিকভাবে ভাল খেলেছে। ওর অবদান কোনওভাবেই অস্বীকার করা যাবে না।'

স্টোকসকে ফেরানোর আরও একটি কারণ হল জোফরা আর্চারকে নিয়ে অনিশ্চয়তা। চার বছর আগের বিশ্বকাপে সুপার ওভার করা এই বোলার এখনও চোট কাটিয়ে পুরোপুরি সুস্থ নন। ফলে স্টোকসকে পেলে শুধু ব্যাট নয়, বল হাতেও ভরসাযোগ্য কাউকে পাওয়া যাবে।

গার্লফ্রেন্ড নিয়ে থাকাসহ নতুন চুক্তিতে

## যেসব সুবিধা পাবেন নেইমার

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** পিএসজি ছেড়ে নেইমার যোগ দিচ্ছেন সৌদির ক্লাব আল হিলালে। আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না আসলেও দুই পক্ষই চুক্তিতে সম্মত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। সৌদি আরবে তাই নতুন অধ্যায় শুরু করতে যাচ্ছেন ব্রাজিলিয়ান সুপারস্টার।

জানা গেছে, নেইমারকে নিতে পিএসজিকে ৯০ মিলিয়ন ইউরো ট্রান্সফার ফি দিচ্ছে আল হিলাল। আর নেইমার দুই মৌসুমে পাবেন ৩২০ মিলিয়ন ইউরো বেতন।

শুধু এখানেই শেষ নয়। বেতনের সঙ্গে বেশ বড় কিছু সুযোগ-সুবিধা পাবেন নেইমার। যার মধ্যে রয়েছে প্রাইভেট বিমান, গার্লফ্রেন্ড ব্রুনো বিয়ানকার্দির সঙ্গে থাকা, কর্মচারীসহ বিশাল বাসা, আল হিলালের প্রতি জয়ে বাড়তি ৮০ হাজার ইউরো বোনাস, সৌদিকে প্রমোট করে কোনো পোস্ট বা স্টোরি দিলে প্রতিটিতে ৫ লাখ ইউরো করে উপহার।

সৌদির রক্ষণশীল আইনে বিয়ে ছাড়া গার্লফ্রেন্ড নিয়ে থাকা যায় না। তবে সম্প্রতি বিদেশি খেলোয়াড়দের জন্য এই আইন শিথিল করা হয়েছে। নেইমারও সেই সুযোগ পাচ্ছেন।

ব্রাজিলিয়ান তারকা সৌদিতে আয় করবেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর চেয়ে বেশি। তার সঙ্গে এত এত সুবিধা, নেইমারের জন্য সৌদির লোভনীয় প্রস্তাব ফিরিয়ে দেওয়া কঠিনই ছিল নিঃসন্দেহে।

২২ বছর পর ইংল্যান্ডে টেস্ট খেলার

## সুযোগ মিলছে জিম্বাবুয়ের

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** সবশেষ জিম্বাবুয়ে ইংল্যান্ডের মাটিতে টেস্ট খেলেছিল সেই ২০০৩ সালে। এরপর কেটে গেছে প্রায় দুই দশক। অবশেষে জিম্বাবুয়ের জন্য এলো সুখবর। দীর্ঘ ২২ বছর পর ইংল্যান্ডের মাটিতে টেস্ট খেলার সুযোগ মিলছে তাদের।

২০২৫ সালের মে মাসে একটি টেস্ট খেলতে ইংল্যান্ড সফরে যাবে জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট দল। সেই টেস্টটি আবার পাঁচদিনের নয়, চারদিনের।

জিম্বাবুয়ের অবশ্য ইংল্যান্ডের সঙ্গে কোনো ফরম্যাটেই দ্বিপাক্ষীয় সিরিজ খেলা হয়ে উঠেনি ২০০৪ সালের পর। রাজনৈতিক টানাপোড়েনসহ বিভিন্ন জটিলতায় দুই বোর্ডের মধ্যে সম্পর্কেও শীতলতা চলে এসেছিল।

২০০৩ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপে নিরাপত্তার অজুহাতে হারারেতে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে খেলতে অস্বীকৃতি জানায় ইংল্যান্ড। সরকারি নির্দেশনায় ২০০৫ সাল থেকে দ্বিপাক্ষিক সিরিজ বন্ধ রাখে ইংলিশ অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি)।

সম্প্রতি দুই দেশের বোর্ডের মধ্যে সম্পর্ক কিছুটা উন্নতি হয়েছে। যার ফলে আবারও মাঠে গড়াচ্ছে দুই দলের সিরিজ। ২০২৫ সালের ২৮ থেকে ৩১ মে পর্যন্ত চলবে চারদিনের টেস্ট ম্যাচটি।

এক পোস্ট থেকে আয়

## ১৪ কোটি, কোহলি বললেন 'সত্য নয়'

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** ভারতীয়দের মধ্যে ইনস্টাগ্রামে সবচেয়ে বেশি আয় বিরাট কোহলির। ভারতের সাবেক অধিনায়ক এক পোস্ট থেকেই আয় করেন ১৪ কোটি টাকা, শুক্রবার এক সংস্থার থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে গণমাধ্যমে এসেছিল এমন খবর।

কিন্তু এবার কোহলি নিজেই জানালেন, এই খবর সত্য নয়। ভারতীয় ব্যাটিং সেনসেশন এক টুইটে লিখেছেন, 'জীবনে আমি যা পেয়েছি সেটার জন্য কৃতজ্ঞ। কিন্তু সমাজমাধ্যম থেকে আমার আয়ের যে তথ্য উঠে এসেছে, সেটা সত্য নয়।'

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে কোহলির বার্ষিক চুক্তি সাত কোটি টাকার। অর্থাৎ একটি পোস্ট করে বোর্ডের থেকে আয়ের দ্বিগুণ টাকা পান বলে জানা গিয়েছিল। সেটাই নাকচ করে দিলেন ৭৬টি আন্তর্জাতিক শতরানের মালিক।

এক সংস্থার থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, ভারতীয়দের মধ্যে ইনস্টাগ্রাম থেকে সর্বাধিক আয় কোহলির। ওই সংস্থা জানিয়েছিল যে, সারা বিশ্বের নিরিখে এই তালিকায় শীর্ষে ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। দ্বিতীয় স্থানে লিওনেল মেসি। ভারতীয়দের মধ্যে সবার ওপরে কোহলি। কিন্তু ভারতের সাবেক অধিনায়ক এই তথ্য উড়িয়ে দিয়েছেন।

কোহলির ভক্ত শুধু ভারতে নয়, রয়েছে পুরো বিশ্বেই। ১৫ বছর ধরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলছেন তিনি। সম্প্রতি একটি সমীক্ষা প্রকাশিত হয়েছে যেখানে দেখা গিয়েছে, কোহলির সম্পত্তি এক হাজার কোটি টাকারও বেশি।

ইনজুরি আক্রান্ত মেসি!

## কোচ বলছেন কিছু হয়নি

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** টানা ৫ ম্যাচে গোল করেছেন লিওনেল মেসি। ৮ গোল করে এরই মধ্যে নিজের দুর্দান্ত পারফরম্যান্স তুলে ধরেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবলে। ইন্টার মিয়ামিকে তুলে দিয়েছেন সেমিফাইনালে। কিন্তু মেসি ভক্তদের কপালে ভাঁজ। কারণ, হালকা ইনজুরিতে পড়েছেন তিনি। মেসিকে ভক্তরা দেখলেন খুঁড়িয়ে হাঁটতে। এ কারণে তারা চিন্তায় পড়ে গেলেন, মেসি সেমিফাইনাল খেলতে পারবেন তো!

আগামীকাল ভোরেই লিগস কাপের সেমিফাইনালে ফিলাডেলফিয়া ইউনিয়নের মুখোমুখি হবে মেসির ইন্টার মিয়ামি। এই ম্যাচে মাঠে নামতে পারবেন তো আর্জেন্টাইন এই তারকা, তা নিয়ে তুমুল চিন্তায় তার ভক্তরা। সোমবার অনুশীলনে গোড়ালি মচকে গেছে মেসির। শেষের দিকে অনুশীলনেও অংশ নেননি তিনি। এরপর হাঁটার সময় দেখা গেছে মেসি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছেন। ফলে তার খেলা না খেলা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। যদিও মিয়ামির কোচ জেরার্ডো মার্টিনো উড়িয়ে দিয়েছেন সব শঙ্কা। আর্জেন্টাইন কোচ বলেছেন, মেসির ফিটনেস নিয়ে চিন্তা করার মতো কিছু নেই।

কেন চিন্তার কিছু নেই, সেটির ব্যাখ্যাও দিয়েছেন মার্তিনো, 'আসলে কী হয়েছে, সেটি আমি দেখিনি। তবে আমার ধারণা, মারাত্মক কিছু হলে খেলোয়াড়েরা সবাই এ নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ত। এখন যেহেতু এ নিয়ে কারও মন খারাপ নেই, ধরেই নেওয়া যায় কিছুই হয়নি।'

তবে কোচের ধারণার চেয়েও মেসির অবস্থা খুব বেশি গুরুতর নাকি আসলেই ছোট-খাট, তা ঠিকমত বোঝা যাচ্ছে না। বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের অনেক সংবাদমাধ্যমেই মেসির পা মচকানোর খবর দিয়েছে।

মেসি শেষ পর্যন্ত খেলতে না পারলে ইন্টার মিয়ামির জন্য বড় আঘাতই হবে। ২১ জুলাই অভিষেকের পর খেলা পাঁচ ম্যাচে ৮ গোল করে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকার ও মেক্সিকোর লিগা-এমএক্সের ক্লাবগুলোর টুর্নামেন্ট লিগস কাপে দলকে তুলেছেন সেমিফাইনালে।

যদিও ফিলাডেলফিয়া মেসিকে বরণ করে নিতে দুই হাত বাড়িয়ে রেখেছে। ম্যাচটি হবে ফিলাডেলফিয়াতেই। সেই ম্যাচের আগে ফিলাডেলফিয়ার কোচ জিম কার্টিন দর্শকদের অনুরোধ করেছেন, তারা যেন টিকিট 'কালোবাজারে' বিক্রি করে না দেন। কালোবাজারে মেসিদের সেমিফাইনালের টিকিট বিক্রি হচ্ছে ৩০০ ডলার থেকে ১ হাজার ডলারের মধ্যে।

টেস্টকে বিদায়

## জানালেন হাসারাঙ্গা

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** বয়সটা মাত্র ২৬। ২০২০ সালে টেস্টে অভিষেক হওয়ার পর খেলেছেন ৪ ম্যাচ। আর এই ৪ টেস্ট খেলেই বনেদি ফরম্যাটকে বিদায় জানিয়ে দিলেন শ্রীলঙ্কার অলরাউন্ডার ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা।

মঙ্গলবার (১৫ আগস্ট) এক বিবৃতিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড (এসএলসি)। মূলত সাদা বলের খেলায় ফোকাস রাখতে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ডানহাতি এই অলরাউন্ডার।

এসএলসি তাদের বিবৃতিতে জানায়, 'হাসারাঙ্গা আমাদের জানিয়েছে ও টেস্ট থেকে অবসর নিতে চায়। আমরা তার সিদ্ধান্তকে সম্মান জানাচ্ছি। আমরা আশাবাদী সে সাদা বলের ক্রিকেটে বেশ ভালো করবে।'

২০২০ সালের ২৬ ডিসেম্বর বনেদি ফরম্যাটের ক্রিকেটে অভিষেক হয় হাসারাঙ্গার। সেঞ্চুরিয়নে ডানহাতি এই ক্রিকেটারের অভিষেক হয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে। ক্যারিয়ারে চার টেস্ট খেলা হাসারাঙ্গা ব্যাট হাতে করেছিলেন ১৯৬ রান। বনেদি ফরম্যাটে কোনো সেঞ্চুরি না থাকলেও রয়েছে তার ৪টি অর্ধশতক। বল হাতে চার টেস্টে নিয়েছেন ৪ উইকেট। সেটিও এক ম্যাচে। বাকি তিন ম্যাচ তিনি ছিলেন উইকেটশূন্য।

বেলিংহামের অভিষেকে

## রিয়ালের জয়, দুশ্চিন্তায় মিলিতাওয়ের চোট

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** মাঠজুড়ে দাপিয়ে বেড়ালেন। করলেন জিনেদিন জিদানকে মনে করানো এক গোল। রিয়াল মাদ্রিদের জার্সি গায়ে স্বপ্নময় অভিষেক হলো ২০ বছর বয়সী ইংলিশ মিডফিল্ডার জুড বেলিংহামের।

শনিবার রাতে অ্যাথলেটিক বিলবাওকে তাদের মাঠে ২-০ ব্যবধানে হারিয়ে লা লিগায় শুভ সূচনা করেছে কার্লো আনচেলত্তির দল। তবে জয়ের দিনে দুশ্চিন্তা হয়ে এসেছে ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডার এদের মিলিতাওয়ের চোট।

দাপট দেখিয়ে খেলা ম্যাচে ২৮ মিনিটের মাথায় আরেক ব্রাজিলিয়ান রদ্রিগোর গোলে এগিয়ে যায় রিয়াল। ডিফেন্ডার দানি কারভাহালের পাস থেকে রিয়ালকে এগিয়ে দেন তিনি।

৩৬ মিনিটে ডিফেন্ডার ডেভিড আলাবার নেওয়া কর্নার কিক থেকে বল পান ডি বক্সে অরক্ষিত থাকা বেলিংহাম। তার ডান পায়ের অসাধারণ শটে বল টার্ফে ড্রপ খেয়ে লাফিয়ে উঠে বাঁ পাশের কোণ দিয়ে বল আশ্রয় নেয় জালে। বিলবাও গোলরক্ষক উনাই সিমোনের কিছুই করার ছিল না।

বেলিংহামের গোলটা মনে করিয়ে দিয়েছে জিনেদিন জিদানকে। রিয়ালের ফরাসি কিংবদন্তি জিদানও একবার ঠিক এভাবেই গোল করেছিলেন। বেলিংহামের জার্সি নম্বরও তো জিদানের মতোই ৫। তাই অনেকে তাকে যোগ্য উত্তরসূরী মনে করছেন এখনই।

দারুণ জয় পাওয়া ম্যাচে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ধাক্কা খায় রিয়াল। চোটে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে মাঠ ছাড়েন মিলিতাও।

মিলিতাওয়ের কান্না দেখে মনে হয়েছে বড়সড় চোটে পড়েছেন। মাঠের বাইরে ছিটকে যেতে পারেন লম্বা সময়ের জন্য।

মৌসুমের প্রথম ম্যাচে কষ্টার্জিত জয় ম্যানইউর

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের উদ্বোধনী ম্যাচে জয় পেয়েছে প্রায় সব বড় বড় দলই। যদিও প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিলো লিভারপুল এবং চেলসি। তাদের কেউ হারেনি। অর্থ্যাৎ ড্র দিয়ে শুরু করেছিলো। সর্বশেষ সোমবার রাতে মাঠে নেমেছিলো অন্যতম জায়ান্ট ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড।

নিজেদের মাঠে উলভারহ্যাম্পটনের বিপক্ষে এক সময় জয়হীনভাবেই মাঠ ছাড়ার শঙ্কা তৈরি হয় ম্যানইউ সমর্থকদের মধ্যে। শেষ পর্যন্ত ডিফেন্ডার রাফায়েল ভারানের গোলে কষ্টার্জিত জয় দিয়েই নতুন মৌসুম শুরু করলো এরিক টেন হাগের শিষ্যরা।

ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে সিজন ওপেনার দেখতে জড়ো হয়েছিলো ৭৩ হাজার ৩৫৮জন দর্শক। রেড ডেভিলদের হতাশ হতে হয়নি। ম্যাচের ৭৬তম মিনিটে অসাধারণ এক হেডে উলভসের জালে বল জড়ান ভারানে।

অ্যারোন ওয়ান বিসাক বক্সের মধ্যে দারুণ এক ক্রস করলে ভেসে আসা বলকে ৬ গজ দুর থেকে হেড করেন ভারানে। তার এই হেডে গ্যালারির পিন-পতন নিরবতা ভেঙে খান খান হয়ে যায়। হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন যেন ম্যানইউ কোচ এরিক টেন হাগ। বেশ কয়েকবারই গোল হজম করার পর্যায়ে চলে গিয়েছিলো ম্যানইউ। সে জায়গা থেকে পূর্ণ তিন পয়েন্ট নিয়ে ফেরা অনেক বড় ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো ম্যানইউর জন্য।

উলভারহ্যাম্পটন গত এক সপ্তাহ একটু টালমাটাল অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলো। ক্লাবের টপ ট্যালেন্ট ফুটবলারদের বিক্রি করা নিয়ে গন্ডগোলের জের ধরে স্প্যানিশ কোচ হুলেন লোপেতেগুই কোচের পদ থেকে সরে দাঁড়ান। এরপর ৫দিন আগে সাবেক বোর্নমাউথ কোচ গ্যারি ও'নেইলকে কোচ হিসেবে নিয়োগ দেয় তারা।

তবে ম্যানইউর মাঠে খেলতে এসে উলভারহ্যাম্পনই ছিল চালকের আসনে। ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ ছিল অনেকটাই তাদের দখলে। অনেকগুলো গোলের দারুণ সুযোগ তৈরি করেছিলো তারা। জয়ের জন্য এর এক-দুটি কাজে লাগলেই ছিল যথেষ্ট। শেষ দিকে তো একটি পেনাল্টিও পেয়েছিলো তারা। কিন্তু ভিএআর চেক করে সেই পেনাল্টি বাতিল করা হয়।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR